NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ গতিহীনা হোক খরস্রোতা চাইছে 'সেভ জলঙ্গি'

আজ থেকে কর্মবিরতির ডাক আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের ৫

কলকাতা ২১ জুলাই ২০২৪ ৫ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.7.2024, Vol.18, Issue No. 42 8 Pages, Price 3.00

আজ একুশের গর্জনের জন্য প্রস্তুত ধর্মতলা চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক শহিদ সমাবেশ আজ। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচন এবং সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা উপ নির্বাচনে দলের সাফল্যকে সামনে রেখে এবারের শহিদ সমাবেশ তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাই মঞ্চ সজ্জা থেকে জমায়েত সবকিছুই এবার অন্যবারের থেকে কিছুটা বেশি জমকালো হতে চলেছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। কলকাতা থেকে জেলায় সর্বত্র প্রস্তুতি শেষ। প্রত্যেক জেলা থেকে নেতা, কর্মী থেকে সমর্থকরা আসতে শুরু করেছেন দুদিন আগে থেকেই। দূরবর্তী জেলা থেকে আসা কর্মী সমর্থকদের কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, উত্তীর্ণ, সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র-সহ একাধিক গেস্ট হাউসগুলিতে রাখা হয়েছে। এদিকে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম সামাল দিতে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিজস্ব চিত্র

একুশের জুলাই এর শহিদ দিবসের কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেসের সব থেকে বড় বাৎসরিক কর্মসূচি। সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী সাফল্যকে পুঁজি করে এই সমাবেশ মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী রাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির দিশা দেখাতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া বিজেপি বিরোধী জোটকে মজবুত করার বার্তাও এবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম সদস্য সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব আগামীকালের সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিবারের মতো এবারও ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তিনটি মঞ্চ বাধা হয়েছে সব থেকে বড় মঞ্চটিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি-সহ শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন। বাকি দুটি মঞ্চে সংসদ বিধায়ক- সহ জনপ্রতিনিধি ও শহিদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন।

বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় মঞ্চ শয্যায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। একুশের মেগা সমাবেশকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ধর্মতলা চত্বরকে। সমাবেশ স্থলে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় নিত্যযাত্রীদের চাপ কম থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। ৫০০০ পুলিশের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে চার হাজার স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে। সারা শহরে থাকবে জায়ান্ট স্ক্রিন।

মূল মঞ্চকে মোট তিনটি বলয়ে ভাগ করা হয়েছে। একদম সামনের ভাগে থাকার কথা মমতা ব্যানার্জি এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের। প্রথম বলয়ের মূল মঞ্চের দায়িত্বে থাকছেন একজন ডিসি, তিনজন এসি, পাঁচ ইন্সপেক্টর, পাঁচ সাব ইন্সপেক্টর, ৪০ পুলিশকর্মী, ১০০ সাদা পোশাকের পুলিশ এবং ৫০ র‍্যাফ। মঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে কমান্ডো। আশেপাশের বহুতল থেকে চলবে কড়া নজরদারি। পাঁচ বছর পর রবিবার পড়েছে ২১ জুলাই। অফিস ছুটি থাকায় নিত্যযাত্রীদের চাপ কম। ফলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকতে মধ্য কলকাতা এবং ধর্মতলা এলাকায় থাকছে ১৫০০ ট্রাফিক। সভা শেষের পর যাতে কর্মীদের ফিরতে অসুবিধা না হয় সেদিকেও নজর রয়েছে পুলিশের।

ঢাকায় রাজপথে সেনা ট্যাঙ্কের টহল

পেট্রাপোল দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধ করে দিল ভারত

ঢাকা, ২০ জুলাই: প্রায় দেড় দশক পরে আবার সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কের টহলদারি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে হিংসা ঠেকাতে শুক্রবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কার্ফু জারি করে সেনা তলব করেছিল। গভীর রাত থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় নেমে পড়ে বাংলাদেশ সেনার সাঁজোয়া ব্রিগেড।

বৃহস্পতিবার থেকে বাংলাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। যার জেরে গোটা বিশ্বের থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দেশটি। সংরক্ষণ সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভের ঝাঁঝ শুক্রবার আরও বেড়ে গিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি। বিরোধী বিএনপি এবং নিষিদ্ধ জামাতের সশস্ত্র কর্মীরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিশে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা সেনার 'বড় চ্যালেঞ্জ' বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, বাংলাদেশে অশান্তির প্রভাব পড়ল পেট্রাপোল বন্দরেও। শনিবার সকালের পর প্রতিবেশী দেশে রপ্তানি বন্ধ করা হয়েছে। আমদানিও চলছে ধীর গতিতে। সে দেশ থেকে ভারতে আসা যাত্রীর সংখ্যাও কমেছে। এর প্রভাব পড়েছে মুদ্রা বিনিময়ে। যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য পেট্রাপোলে থাকে যানবাহন। যাত্রী না আসায় তাদের ব্যবসাও ধাক্কা খেয়েছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে পড়ুয়ারা আন্দোলন করছে বাংলাদেশে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানাচ্ছে, পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে পড়ুয়াদের সংঘাতে শনিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১০৫ জনের। শুক্রবার রাত থেকে বাংলাদেশে জারি করা হয়েছে কার্ফু। রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। এই আবহে শনিবার সকালে সে দেশে পেট্রাপোলের মাধ্যমে ৩৫ ট্রাক পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। তার পরেই বন্ধ করা হয়েছে রপ্তানি। আমদানি চলছে ধীর গতিতে। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, 'শনিবার সকালে রপ্তানি শুরু হওয়ার পরে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির (এলপিআই)-এর সঙ্গে কথা বলে রপ্তানি বন্ধ করা হয়েছে।'

নিরাপদে দেশে ফিরেছেন আরও ৭৭৮ জন পড়ুয়া

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: অশান্ত বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ৭৭৮ জন ভারতীয় পড়ুয়া। শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে এই কথা জানানো হয়েছে। তবে মন্ত্রকের তরফে এ-ও জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত ৪,০০০-এর বেশি ভারতীয় পড়ুয়া এখনও সে দেশে রয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসন কেন্দ্র (ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট) থেকে স্থলপথে দেশে ফেরানো হয়েছে কিছু পড়ুয়াকে। আর বাকিদের বিমানপথে উড়িয়ে আনা হয়েছে। পড়ুয়ারা যাতে নিরাপদে দেশে ফিরতে পারেন, সেই জন্য গোটা প্রক্রিয়াটি দেখভালের দায়িত্বে ছিল ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস। ভারতীয় দূতাবাসকে সাহায্যে এগিয়ে আসে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট এবং খুলনায় অবস্থিত ভারতীয় উপদূতাবাসগুলিও। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, কোটা সংস্কার আন্দোলনে উত্তপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে শনিবার পর্যন্ত দেশে ফেরানো হয়েছে মোট ৯৯৮ জন পড়ুয়াকে। এখনও সে দেশে রয়েছেন প্রায় চার হাজার ভারতীয় পড়ুয়া। সেই পড়ুয়াদের সঙ্গেও দূতাবাসের তরফে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মন্ত্রকের বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত চার হাজারেরও বেশি পড়ুয়ার সঙ্গে ঢাকার দূতাবাস এবং উপদূতাবাসগুলি যোগাযোগ রাখছে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্যও করা হচ্ছে।' শনিবারই বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে ভারতীয় পড়ুয়ারা আটকে পড়েছেন, তাঁদের ফেরানো হচ্ছে।'

বাংলাদেশ নিয়ে এবার বিবৃতি দিল রাষ্ট্রসংঘ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ নিয়ে মুখ খুলল রাষ্ট্রসংঘ। জানিয়ে দিল এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এবং তা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতর হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা পেরিয়ে গিয়েছে ১০০। স্বাভাবিক ভাবেই গোটা বিশ্বে উদ্বেগ ছড়িয়েছে ঢাকার পরিস্থিতি। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিভাগের প্রধান ভলকার টার্ক জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসায় বহু মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। প্রতিবাদী পড়ুয়াদের উপরে হামলা উদ্বেগজনক এবং তা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। এই হামলার নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণ ও যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার। যারা দোষী তাদের চিহ্নিত করতে হবে।'

মঞ্চের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেগা সমাবেশের চূড়ান্ত প্রস্তুতি দেখতে শনিবার সন্ধে নামতেই ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসে চলে যান স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। নেত্রী মঞ্চে পৌঁছতেই সামনে দলের নেতাদের ভিড়। কিছুটা পরিদর্শন করে আসার পর তিনি মঞ্চের নিচে চেয়ারে বসে পড়েন। তাঁর পাশে ছিলেন সায়নী ঘোষ, মালা রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যরা। সেখানেই একে একে নেতারা এসে নেত্রীকে প্রণাম করেন। তিনিও সকলের সঙ্গে কথা বলেন। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির সঙ্গে কথা বলে বেশ কিছু নোট করে নেন নেত্রী।

ছবি: অদিতি সাহা

প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের তৈরি হয়েছে একুশে জুলাই, শহিদ সমাবেশের মঞ্চ। তবে এবার মঞ্চসজ্জায় খানিকটা বদল করা হয়েছে। ঝড়বৃষ্টির কথা ভেবে ব্যাকড্রপ চওড়া হয়েছে। এছাড়া সামনের দিকের মঞ্চও খানিকটা বাড়ানো হয়েছে। নতুন মঞ্চ কেমন হল, তা দেখতে শনিবার সন্ধেবেলাই সেখানে পৌঁছে যান দলনেত্রী। গত কয়েক বছর ধরে ২১ জুলাইয়ের আগের দিন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান। এবার আবার লোকসভা ভোটের দারুণ ফলাফলের পর একুশের সমাবেশ। তাই বিশেষ প্রস্তুতি।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, '২১ জুলাই আমরা সকল শহিদ স্মরণে, বিভিন্ন গণ আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি। আর যত নির্বাচন হোক, তার পর আমরা এই দিনটাকে মা-মাটি-মানুষ দিবস হিসাবে বেছে নিই। সবাই দূর দূর থেকে আসে। সবাইকে বলব, মাথা ঠান্ডা করে আসবেন। বাসে এলে আস্তে আস্তে চালাতে বলবেন, যাতে দুর্ঘটনা না হয়। রেলকে আমরা বলেছিলাম, ১৫ দিন আগে কোনওভাবে যাতে কোনও ট্রেন বাতিল না হয়। রেলে যাঁরা আসবেন, বাইরের দিকে কেউ মাথা ঝোঁকাবেন না। অনেকে এর আগে বাইরের পিলারে ধাক্কা খেয়ে মারা গিয়েছেন। আমরা চাই না এরকম হোক। এইটুকু বলে গেলাম। আমরা এখানে নেতা নয়, সবাই কর্মী।'

এর পর তিনি জানান, 'রবিবার আবহাওয়া একটু খারাপ হতে পারে। অখিলেশকে কাল বলেছি, ও আসবে। বুদ্ধিজীবীরা আসবেন। মনে রাখতে হবে, এটা কোনও রাজনৈতিক সমাবেশ নয়। বাংলা মা- কে রক্ষা করার লড়াই এটা, বাংলার রক্ষার দেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সবাই আসবেন।'

আজ মঞ্চে মমতার সঙ্গে অখিলেশ যাদব

নিজস্ব প্রতিবেদন: এমনিতে দিনটি 'শহিদ দিবস' হিসাবেই পালন করে থাকে তৃণমূল। কিন্তু এ বার দিনটি একই সঙ্গে লোকসভা ভোট এবং তার পরে বিধানসভা উপনির্বাচনের সাফল্যের 'বিজয় দিবস' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বার তার সঙ্গেই এই সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দিশাও দেখাতে পারেন বলে মনে করছে দলের একাংশ। তবে আজ মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি থাকবেন উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির প্রধান নেতা অখিলেশ যাদবের।

অখিলেশ যে ওই সভায় আসবেন, শনিবার তা জানিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাধারণ সম্পাদক তথা বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী কিরণময় নন্দ। অখিলেশের উপস্থিতিতে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে বিজেপি বিরোধী ঐক্যের সুর নিঃসন্দেহে আরও জোরালো ভাবে বাজবে। সভায় থাকবেন কিরণময়ও। শনিবার পর্যন্ত যা খবর, রবিবার সকালে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি অখিলেশ-কিরণময় পৌঁছে যাবেন ধর্মতলার মঞ্চে। মমতার সভায় বক্তৃতা করবেন অখিলেশ। সভা শেষে আবার দিল্লি ফিরবেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান।

মমতা শনিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, '২১ জুলাই বাংলার ইতিহাসে রক্তঝরা এক দিন। অত্যাচারী সিপিএমের নির্দেশে সে দিন চলে গিয়েছিল তরতাজা ১৩টি প্রাণ। আমি হারিয়েছিলাম আমার ১৩ জন সহযোদ্ধাকে। তাই ২১ জুলাই আমার কাছে, আমাদের কাছে একটা আবেগ। ২১ জুলাই আজ বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ অংশ।' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা এক্স হ্যান্ডলে আরও লিখেছেন, 'প্রতি বছর এই ঐতিহাসিক দিনে শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় আমরা বীর সেই শহিদদের তর্পণ করি। শুধু তাঁরাই নন, দেশ ও দশের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে এই দিনে আমরা স্মরণ করি। সেই সঙ্গে আমরা এই দিনটিকে মা-মাটি-মানুষ দিবস হিসেবে পালন করি। নির্বাচনে আমাদের যে গণতান্ত্রিক জয়, তাকে মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করি। সে জন্যও এ দিন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।'

মেয়াদ শেষের আগেই ইস্তফা ইউপিএসসি'র চেয়ারম্যানের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: আমলা হওয়ার পরীক্ষার বোর্ড ইউপিএসসির চেয়ারপার্সন মনোজ সোনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। ২০২৩ সালের মে মাসে ইউপিএসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন মনোজ। এখনও পাঁচ বছর কাজের মেয়াদ বাকি আছে তাঁর। কিন্তু মনোজ সেই মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতির কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রতিবেশী দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোটাবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। এ রাজ্যের কোন বাসিন্দা সেখানে আটকে থাকলে যাতে তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ রাজ্যের কেউ বাংলাদেশে আটকে পড়েছেন কিনা তা দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

শনিবার নবান্নের তরফে দিল্লিতে রেসিডেন্সিয়াল কমিশনারকে ফোন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে রাজ্যের কেউ আটকে রয়েছেন কিনা, থাকলে তাঁরা কী অবস্থায় রয়েছেন, সেসব বিস্তারিত খবরাখবর নিতে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে এ বিষয়ে যাবতীয় সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রেসিডেন্সিয়াল কমিশনারকে। জানানো হয়েছে, নবান্ন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্ক। যে কোনও প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।

ইতিমধ্যেই অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ থেকে ৩০০-রও বেশি ভারতীয় পড়ুয়া শুক্রবার ফিরে এসেছেন দেশে। কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মেখলিগঞ্জ গেট দিয়ে বাংলাদেশের রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ৩৩ জন ছাত্রছাত্রী ভারতে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছ'জন ভারতীয়। ১৮ জন ভুটানের এবং নেপালের ৯ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। ফিরে আসাদের মধ্যে সিংহভাগই ডাক্তারির ছাত্র এবং তাদের বেশিরভাগই উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, মেঘালয় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা।

জানা যাচ্ছে, শুক্রবার ত্রিপুরার আগরতলার কাছে আখুরাতে আন্তর্জাতিক স্থল বন্দর এবং মেঘালয়ের ডাউকিতে আন্তর্জাতিক স্থল বন্দর দিয়ে দেশে ফিরেছেন এই পড়ুয়ারা।

শহিদ দিবসের পাল্টা শহর স্তব্ধ করার পরিকল্পনা বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশে জুলাইয়ে তৃণমূলের শহিদ দিবসের পাল্টা শহর কলকাতা স্তব্ধ করার পরিকল্পনা বঙ্গ বিজেপির। আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। শহিদ দিবসের পাল্টা রাজ্যে গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করবেন তাঁরা। এই প্রস্তাবের পর কর্মসূচিতে অবশ্য বদল এনেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। প্রদেশ বিজেপির বর্ধিত কর্মসমিতি বৈঠকের দিন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, এই কর্মসূচি রাজ্যব্যাপী পালন করা হবে আগামী ২৬ জুলাই পর্যন্ত। এ নিয়ে আলোচনার পরে রবিবারের জন্য শহর কলকাতায় একপ্রস্থ কর্মসূচি স্থির করেছে পদ্ম শিবির। তবে কলকাতার পাশাপাশি রবিবার রাজ্যের অন্যত্রও কিছু কিছু জায়গায় এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হতে পারে বলে খবর। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা এলাকার একাধিক থানায় বিক্ষোভ, অবস্থান, সভা করবেন দুই সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, বটতলা, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার এবং হেয়ার স্ট্রিট থানায় কর্মসূচি রয়েছে বিজেপির। পোড়ানো হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুলও। দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুর -সহ একাধিক থানায় কর্মসূচি করার পরিকল্পনা রয়েছে পদ্ম শিবিরের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি দিলীপ আগরওয়াল, পিতা প্রয়াত রাম কেদার আগরওয়াল, সাকিন : মালঞ্চ রোড, ওয়ার্ড নং ১৬, খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, এখন থেকে দিলীপ কুমার আগরওয়াল হিসেবে পরিচিত হইলাম, উল্লেখ্য নোটারি পাবলিক, খড়গপুর সমীপে হলফনামা নং এন/৫৫, তারিখ ১০.০৭.২০২৪ দাখিল বলে ঘোষণা করছি দিলীপ আগরওয়াল এবং দিলীপ কুমার আগরওয়াল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Change of Name

I, RAVI DROLIA, residing at, 48/3, Gariahat Road Flat 8D, Kolkata-700019. I have changed my son name from YASH DROLIA to YASHVARDHAN DROLIA vide affidavit no. 15403 dated 15/7/24 sworn before Judiscial Magistrate Ist Class, Alipore, Kolkata.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল কল্পনা বোস, স্বামী- রবীন বোস, সাং- ১৫১, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, বড়তলা, কোলকাতা- ৭০০০০৬ সোলগোহালিয়া গ্রাম নিবাসী রাজকুমার পার্শি নিকট হইতে সোলগোহালিয়া মৌজায়, জে. এল. নং- ২৫, এল. আর খতিয়ান নং- ৯০৪, এল.আর ১৬৪ নং দাগে ০৯ শতক জমি ক্রয় করেন, রাজ কুমার পার্শি, উক্ত জমি বাসুদেব মন্ডল দিগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার দাশুরথী নস্কর এর নিকট হইতে এ.ডি. এস. আর. বারুইপুর অফিসে IV ২০৯/২০০৪ নং আমমোক্তার নামা বলে ক্রয় করেন, এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেল নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর হইতে ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও বারুইপুর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Sanat Sardar
Advocate
Baruipur Civil Court
Regd. No. 732/583/16
Mobile No. 8617042052

CHANGE OF NAME

I, Gopal Chandra Dutta, S/o. Late Nirmal Chandra Dutta Residing at Ramkrishnapally, P.O.- Abdalpur, P.S.- Madhyamgram, Dist- 24 Pgs(N), Kol-700155 shall henceforth be known as Gopal Chandra Dutta declared before the Notary Public Barasat court, North 24 Pgs, West Bengal vide affidavit dated 18/7/24 "Gopal Chandra Dutta" & "Gopal Dutta" both are same and identical Person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী মহকুমা আরামবাগ অতিরিক্ত জেলা-আদালত
ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নং- ২৯৮/২০২৩
বাদীঃ- সঞ্জয় দাস
-বনাম-
প্রতিবাদীঃ- পার্বতী দে দাস

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রী সঞ্জয় দাস তাহার স্ত্রী শ্রীমতী পার্বতী দে দাস স্বামী- শ্রী সঞ্জয় দাস, পিতা- রামপদ দে, সাং- রাজমাবটতলা, পোঃ- বটতলা, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে আরামবাগ মহামান্য অতিরিক্ত জেলা আদালতে একটি ম্যাট্রিমোনিয়াল (বিবাহ বিচ্ছেদ) মামলা দায়ের করেন যাহার নং- ২৯৮/২০২৩। আগামী ইং ১০/০৯/২০২৪ তারিখে উপরোক্ত মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত দিনে আপনি নিজে অথবা উপযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ আদালতে উপস্থিত হইয়া শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবেন নচেৎ মহামান্য আদালত আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী করিবেন ও মামলার রায় প্রদান করিবেন।

আদালতের আদেশ অনুযায়ী
চন্দন কিস্কু
সেরেস্তাদার
আরামবাগ অতিরিক্ত জেলা-আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

বিফোর দি ডিস্ট্রিক্ট কনজুমার ডিসপিউট রিড্রেসাল কমিশন চুঁচুড়া, হুগলী
সি.সি. নং- ১৪৫/২৩
ভোলা প্রসাদ ...কমপ্লেনেন্ট
-বনাম-
ম্যানেজার অফ ধনি লোন সার্ভিস লিমিটেড ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, কমপ্লেনেন্ট আপনার সংস্থার বিরুদ্ধে উপরোক্ত নম্বর কমপ্লেন উপরোক্ত ডি.সি. ডি.আর কমিশন-এ অভিযোগ/ লিখিত নালিশ পত্র দাখিল করিয়াছেন। উক্ত কেসে যদি আপনার/ আপনাদের কিছু বক্তব্য থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত কনজুমার কমিশনে আপনি স্বয়ং বা আপনারা বা ভারপ্রাপ্ত কাহারো দ্বারা হাজির হইয়া বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

অভিযোগকারীর পক্ষে
তপন কুমার দাস
আইনজীবি
চুঁচুড়া কোর্ট
কনজুমার কমিশনের অনুমত্যানুসারে
Sd/- Registrar
ডিঃ কঃ ডিঃ আরঃ কমিশন, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল গোপাল অধিকারী, পিতা- অজিত অধিকারী ও দেবাশীষ মন্ডল, পিতা- হারান চন্দ্র মন্ডল, সাং- বাজেহাড়াল, পোঃ- চাম্পাহাটী, থানা- বারুইপুর, জেলা- দঃ ২৪ পং, পিন-৭৪৩৩৩০, ঐ সাং নিবাসী তাপস মন্ডল দিং এর নিকট হইতে মৌজা- হাড়াল, জে. এল. নং- ২৬, এল. আর. খতিয়ান নং- ১৯, এল. আর. ১৩৫ নং দাগে ১৭ শতক জমি ক্রয় করেন, তাপস মন্ডল, উক্ত জমি শোভা মন্ডল দিগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার এর নিকট হইতে এ.ডি.এস.আর. বারুইপুর অফিসে IV ৩৫৪-২০০৩ নং আমমোক্তার নামা বলে। এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেল নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর হইতে ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও বারুইপুর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Sanat Sardar
Advocate
Baruipur Civil Court
Regd. No. 732/583/16
Mobile No. 8617042052

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা হিরন্ময়ী পাল, ২)শ্রী প্রনব কুমার পাল, ৩)শ্রী সনৎ কুমার পাল, ৪)শ্রী অমল কুমার পাল, ৫)শ্রীমতী স্বপ্না নন্দী, ৬)শ্রী তপন পাল, ৭)শ্রীমত্যা সান্ত্বনা নন্দী, ৮)শ্রীমত্যা ঝর্ণা পাল, ৯)শ্রী অরিন্দম পাল, ১০)আল্পনা পাল, ১১)শ্রীমতী কল্পনা ব্যানার্জ্জী, ১২)শ্রীমতী অঞ্জনা দাস, ১৩)শ্রী শিবশঙ্কর পাল, ১৪)শ্রী হাবুল পাল, ১৫)শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাল, ১৬)শ্রী বিষ্টুপদ পাল, ১৭)শ্রী মহাদেব পাল, ১৮)শ্রী মানিক পাল, ১৯)শ্রীমত্যা লীলাবতী নন্দী, ২০)শ্রীমতী রীতা নন্দী ওরফে রীতা রানী নন্দী, ২১)শ্রীমতী মিতা নন্দী ওরফে মিতা রানী পাল, ২২)শ্রী অরুন পাল, ২৩)শ্রী রাজকুমার পাল, ২৪)শ্রীমত্যা মানসী দে, ২৫)শ্রীমত্যা কমলা পাল, ২৬)শ্রীমতী অমৃতা পাল, ২৭)শ্রী সুনীল কুমার নন্দী, ২৮)শ্রীমতী রূপা দে চৌধুরী, ২৯)শ্রীমত্যা ঝুমা শেঠ, ৩০)শ্রী গৌতম পাল, ৩১)শ্রী দেবাশিষ পাল, ৩২)শ্রীমতী মৃদুলা পাল
বিগত ইং-04/09/2021 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-II অফিসে I-5728/21 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী গোপাল সরকার** পিতা মৃত নরেশ চন্দ্র সরকার সাকিম- খামারপাড়া বকুলতলা নিউ কলোনী, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী- 712502)ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **শ্রী গোপাল সরকার** এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 133/2023 নং দলিল মূলে **শ্রী তারক নাথ শ্রীবাস্তব** পিতা মনীন্দ্র লাল শ্রীবাস্তব সাকিম ডানলপ ফ্যামেলি কোয়ার্টার নং এফ/এ-৫, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712104 মহাশয়কে তিনটি(4729, 4746, 4747) দাগে যথাক্রমে ০৩ কাঠা ৩৭ বর্গফুট বিক্রয় করি।

<u>তপশীল</u>–জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, জে.এল.-7, হাল এল. আর 167, 218, 238, 434, 566, 646, 701, 721, 1027, 1087, 1163, 1439, 1732, 1957, 1972, 2009, 2012, 2032, 2104, 2170, 2264, 2385, 2461, 2462, 2617, 3178, 3166/2 নং খতিয়ানে, হাল 4729, 4745, 4746, 4747 দাগে বাস্তু জমি 30.9169 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে, তন্মধ্যে তিনটি(4729, 4746, 4747) দাগে যথাক্রমে ০৩ কাঠা ৩৭ বর্গফুট 133/2023 নং দলিল মূলে শ্রী তারক নাথ শ্রীবাস্তব মহাশয়কে বিক্রয় করি। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত তারক নাথ শ্রীবাস্তব মহাশয় বর্তমানে চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে উক্ত খরিদা জমি নিজ নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

ইতি-
শ্রী গোপাল সরকার
আমমোক্তার

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে জুলাই, ৫ ই শ্রাবণ ।রবি বার। পুর্নিমা তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(আজ শ্রী শ্রী রাম দাস কাঠিয়া বাবার শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তিরোধান দিবস। আষাঢ়ী পুর্নিমা তিথি মুহূর্ত ,,)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

হাওড়াতে শাসক দলের রবিবারের ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাত পেরোলেই ২১ জুলাই। রবিবার রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জুলাইয়ের সভা। আর ধর্মতলায় সভায় যোগ দিতে শনিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাওড়া স্টেশনে ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছেন তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা। প্রতি বছরের মতোই এই বছরেও উত্তর হাওড়ার বেশ কয়েকটি স্থানে দলের তরফ থেকে তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপস্থিত কর্মী ও সমর্থকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনা শনিবার সকালে সরেজমিনে দেখতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। হাওড়া স্টেশনের বাইরে খোলা হয়েছে বিশেষ সহায়তা ক্যাম্প। বৃহস্পতিবার প্রায় ৩৫ হাজার কর্মীর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় উত্তর হাওড়াতে। শনিবার সকাল থেকেই হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। উত্তর হাওড়ার সালকিয়াতে উত্তর হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার মানুষের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো প্রত্যন্ত জেলার কর্মীরা এসে গেছেন। সারাদিন ধরে এই ভাবেই কর্মীরা আসতে থাকবেন। বাইরের জেলা থেকে আসা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উত্তর হাওড়ার শ্রীরাম বাটিকা এবং শ্যাম গার্ডেন দুটি জায়গাতে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। মেনুতে রাখা হয়েছে ভাত, ডাল, আলু পটল, সোয়াবিন এবং ডিমের তরকারি। রাঁধুনি এবং তাদের সহকারী মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো জন রান্নার কাজে হাত লাগিয়েছেন। সূত্রের খবর, সন্ধেবেলাতে প্রচুর সংখ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা উত্তর হাওড়ার এই শ্রীরাম বাটিকা এবং শ্যাম গার্ডেন দুটি জায়গাতে আসবেন। এছাড়াও রাতে থাকার জন্য একাধিক ক্লাব, স্কুল, কলেজে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া স্টেশন চত্বরে খোলা হয়েছে একাধিক সহায়তা ক্যাম্প। সেখানে করা হয়েছে বাসের ব্যাবস্থা। আজ লঞ্চে প্রচুর মানুষ ধর্মতলার সমাবেশে যাচ্ছেন। হাওড়া ব্রিজ ধরেও পায়ে হেঁটে অনেক কর্মী সমর্থকেরা ধর্মতলায় যাবেন।

জগদ্দলের মোমিনপাড়ায় বোমা ফেটে গুরুতর জখম দুই মহিলা-সহ চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বোমা ফেটে গুরুতর জখম দুই মহিলা-সহ চারজন। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মোমিনপাড়ায়। সূত্র বলছে, এলাকার দু'দল দুষ্কৃতীর মধ্যে ঝামেলা চলছিল। সুজন নামে এক দুষ্কৃতীর হাত থেকে একটি বোমা পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। বোমা ফেটে সালমা বিবি-সহ স্থানীয় তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন। সালমা বিবির দু'পায়ে আঘাত লেগেছে। তাছাড়া আহত সুজন নামে ওই দুষ্কৃতীকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মোমিনপাড়ায় বোমা ফাটার ঘটনায় কুখ্যাত অপরাধী কালা বাবুর নাম উঠে এসেছে। বোমা ফাটার ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এলাকার ত্রাস কালাবাবু যেখানে গাড়ি রাখে। সেখানেই শুক্রবার রাতে বোমা ফেটেছে। ওখানে বন্ধ থাকা মদ, জুয়ার ঠেক চালু হয়েছে। পুলিশি নিস্ক্রিয়তায় দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত বলে দাবি অর্জুন সিংয়ের। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে কালাবাবু। আর কুখ্যাত অপরাধী কালাবাবু তৃণমূলের ছত্রছায়ায় রয়েছে। তাই পুলিশ ওকে ধরছে না। তাঁর দাবি, সামনেই বাংলার বড় উৎসব দূর্গাপুজো। ওই পুজোয় গন্ডগোল পাকাতে ওখানে বোমা বানানো শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাতে নেশায় মত্ত থাকা একজনের হাত থেকে বোমা পড়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। তাতে স্থানীয় কয়েকজন আহত হয়েছেন। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, পুলিশ কালাবাবুকে ধরবে না। এমনকী বোমা ফাটার ঘটনার সঠিক তদন্তও করবে না। তাই এনআইএ-কে তদন্ত করানোর চেষ্টা করা হবে। আহত সালমা বেগম জানান, নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছিল। তাঁর পরিবারের একজনকে ঘটনাস্থল থেকে সরাতে গিয়েছিলাম। ছোটাছুটি করতে গিয়ে সুজনের হাতে একটা বোমা পড়ে ফেটে যায়। তাতেই তিনি দু'পায়ে আঘাত পেয়েছেন। স্থানীয় কাউন্সিলর মনোজ পান্ডের দাবি, প্রণয়ের সম্পর্ক নিয়ে ওখানে বিবাদ চলছিল।

ছেলেটা বোমা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তখন ছেলেটার হাত থেকে বোমা পড়ে ফেটে গিয়েছে। আশাপাশে থাকা তিন-চারজন আহত হয়েছেন। ছেলেটা কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে ঘিঞ্জি মোমিনপাড়ায় কিভাবে বোমা ফাটার ঘটনা ঘটল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

২১ জুলাই রাজনৈতিক সভা থাকায় নিরাপত্তায় জোর মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মসৃণ পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি মেট্রো চত্বরে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেট্রো রেল সর্বদাই প্রস্তুত। এদিকে রবিবার ২১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজনৈতিক দল এসপ্ল্যানেডে একটি সমাবেশ করবে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলের তরফ থেকে। আর সেই কারণে ট্রেন ও স্টেশন চত্বরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে, মেট্রো রেল ব্লু লাইনের চাঁদনি চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট এবং ময়দান স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কোনও বাধা ছাড়াই যাত্রীদের মসৃণ চলাচল নিশ্চিত করতে এই মেট্রো স্টেশনগুলিতে মোট ৫৪ জন আরপিএফ আধিকারিক ও কর্মী মোতায়েন করা হবে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। ভিড়ের ওপর নজরদারি চালাতে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে স্টেশনগুলির সরাসরি সিসিটিভি ফিডগুলি সারাদিন নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, রবিবার ভিড় সামাল দিতে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হবে। এসপ্ল্যানেডে ছয়টি অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা হবে। পার্ক স্ট্রিট, রবীন্দ্র সদন, কালীঘাট, যতীন দাস পার্ক, নেতাজি ভবন, দমদম এবং বারানগরে দুটি অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা থাকবে। দক্ষিণেশ্বরে তিনটি অতিরিক্ত কাউন্টারও খোলা থাকবে। এই প্রসঙ্গে মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, রবিবার ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনের কর্মী মোতায়েন করা হবে। মেট্রোর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও মেট্রো রেল ভবন এবং বিভিন্ন স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন যে কোনও জরুরি অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মোকাবিলা করতে। পাশাপাশি মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, অন্যান্য রবিবারের মতো এদিনও ব্লু লাইনে মেট্রো ১৩০টি পরিষেবা চালাবে। তবে রবিবার হওয়ায় গ্রিন লাইন-১, গ্রিন লাইন-২, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের পরিষেবা যথারীতি স্থগিত থাকবে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের ফৌজদারি আইন সম্পর্কিত কিছু আইন এই মাসের শুরুতে ভারতে তিনটি নতুন ফৌজদারি কোড দ্বারা বদল করা হয়েছে। এই বিষয়ে বর্তমানে অনেক বিতর্ক চলছে, ইতিমধ্যেই মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি আইনি চ্যালেঞ্জ দায়ের করা হয়েছে। নতুন কোডের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার জন্য ফক্স অ্যান্ড মণ্ডলের সঙ্গে ডাব্লুবিএনইউজেএস ২ দিনের কর্মশালা শুরু করেছে। কর্মশালার ২য় দিন ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। অধিবেশনে নতুন ফৌজদারি কোডে পদ্ধতিগত আইন পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করা হবে। এবিষয়ে দেবাঞ্জন মণ্ডল, ম্যানেজিং পার্টনার, ফক্স অ্যান্ড মণ্ডল বলেন, পরিবর্তনশীল পৃথিবীর জন এই ধরনের ইভেন্ট কাজের প্রসার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রা হাওড়া বন্দেভারত এক্সপ্রেসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাবারের মান সহ নানা বিষয়ে তদারকি করলেন।

বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল মিতালি এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বাংলাদেশে অশান্তির আঁচে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল মিতালি এক্সপ্রেস, রেল সূত্রে এমনটাই জানান হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের টালমাটাল পরিস্থিতির কারণেই আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল মিতালি এক্সপ্রেস। সপ্তাহে ৩ দিন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করত এই ট্রেনটি। সম্প্রতি কয়েকদিন ধরেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ। দেশজুড়ে কার্ফু জারি হওয়ার পর কার্যত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। সময়ের সঙ্গে দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুমিছিল। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল মিতালি এক্সপ্রেস। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন এই কথা।

বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির কারণেই আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল মিতালি এক্সপ্রেস। সপ্তাহে ৩ দিন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করত এই ট্রেনটি। ঢাকা ক্যান্টমেন্ট থেকে রাতে রওনা দিয়ে পরের দিন সীমান্ত পার করে ভারতের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছত। আবার ওইদিনই দুপুরে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে রওনা দিয়ে, রাতেই ঢাকা ক্যান্টমেন্ট স্টেশনে পৌঁছে যেত ট্রেনটি। দুই দেশের যাত্রীরাই উপকৃত হতেন এই ট্রেনের দৌলতে। আপাতত বাংলাদেশে যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার জেরেই ওপার বাংলা থেকে ভারতে আসছে না ট্রেনটি। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেন বাতিল হওয়ায় নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যাত্রীদের টিকিটের টাকা রিফান্ড করে দেওয়া হবে। অমৃত ভারত প্রকল্পে জলপাইগুড়ি স্টেশনে উন্নয়নমূলক সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে।

সেই কাজ খতিয়ে দেখতেই জলপাইগুড়ি এসেছিলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সেখানেই তিনি ট্রেন বাতিলের বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলবে না। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরই ফের ট্রেন চালু হবে।

চলতি সপ্তাহের শুক্রবার ১৩১০৯ আপ কলকাতা, ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেসও আটকে পড়েছিল অশান্তির জেরে। দীর্ঘক্ষণ বাংলাদেশের দর্শনা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা পর ট্রেনটি পুনরায় দর্শনা থেকে যাত্রা শুরু করে। এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল মিতালি এক্সপ্রেস।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ জুলাই ২০২৪ ৫ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

রাজারহাটে সেক্সটরশন চক্রের হদিস পেল বিধাননগর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নয়া এক সমস্যার মুখে নেট-নাগরিকরা। ভিডিও কলে হঠাৎ-ই কোনও মহিলার তরফ থেকে ভিডিও কলের প্রস্তাব আসছে। আর এই প্রস্তাবে রাজি হলে অনেককেই সম্মুখীন হতে হচ্ছে এক অস্বস্তিকর ঘটনার। নিরভারণ মহিলা হাজির হচ্ছেন মোবাইলের পর্দায়। সঙ্গে চলছে পুরো ঘটনার রেকর্ডিং। আর এই রেকর্ডিং সর্বসমক্ষে আনার নামে চলছে ব্ল্যাকমেলিং। গত বেশ কয়েক মাস ধরে শহরের নানা জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে এমনই ঘটনার। যাকে আইনি ভাষায় বলা হচ্ছে সেক্সটরশন। এই সেক্সটরশন চক্রের তল্লাশি চালাতে গিয়ে এক বড় চক্রের হদিশ পেল বিধাননগর পুলিশ। রাজারহাটের এক বিলাসবহুল বাড়ি থেকে এমনই এক চক্র চালানো হত বলে বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খ বর। একইসঙ্গে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার সেই বাড়িতেই তল্লাশি চালাতে যায় পুলিশ। রাজারহাটের বসিনা মানিকতলায় রয়েছে ওই বাড়ি। শুক্রবার রাত পর্যন্ত বিধাননগর কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী এই তল্লাশি চালায়। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন তল্লাশিতে।

এই চক্রের কাজ ছিল, বিভিন্ন মানুষকে ভিডিও কল করে তাদের সঙ্গে অশালীন অবস্থায় কথা বলা। তারপর সেই ভিডিও কলের 'স্ক্রিন শট' তুলে তাকে পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেল করা। এমন কিছু অভিযোগের সূত্র ধরেই সেই চক্রের হদিস পায় পুলিশ। সেই সূত্রেই শুক্রবার তল্লাশি চালানো হয়। বিলাসবহুল ওই বাড়িতে ভিডিও কলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা ছিল। নিচের তলায় ছিল বিশেষ আলোক সজ্জা বিশিষ্ট ঘর, দ্বিতীয় তলে ছিল থাকার ব্যবস্থা। আর তিনতলায় বসে ভিডিও কল করা হত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

ওই চক্রের মূল পান্ডাকে ধরতে তৎপর পুলিশ। সূত্রের খবর তল্লাশি চালিয়ে রাতেই প্রচুর হার্ড ডিস্ক সহ বিভিন্ন নথি উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়রাও ঘটনায় অবাক। তবে অনেক মহিলার যে যাতায়াত ছিল, সে কথা জানিয়েছেন তাঁরা।

নির্বাচনের কাজে পুলিশ কর্মীদের জন্য সাম্মানিক বরাদ্দ করল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনে কাজের জন্য এই প্রথম পুলিশ কর্মীদের জন্য সাম্মানিক বরাদ্দ করল নবান্ন। এতদিন নির্বাচনে কাজ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা পেতেন ভোটকর্মীরা। তবে সেই তালিকায় নাম থাকে না রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার-সহ পুলিশ কর্মী বা আধিকারিকদের। রাজ্য পুলিশের ৩০ হাজার ১৭৪ জন কর্মী ও অফিসারকে দেওয়া হবে এই সাম্মানিক। ডিজি স্তর থেকে থানার অফিসার ইনচার্জরা সাম্মানিক হিসাবে পাচ্ছেন এক মাসের বেসিক বেতন। আর তার নীচের কর্মীরা পাবেন ৭ হাজার ৫০০ টাকা করে। সবমিলিয়ে পুলিশকর্মীদের সাম্মানিক দেওয়ার জন্য প্রায় ৩২ কোটি (৩১, ৯৬,০৬,৫০০) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভোটের ডিউটি করার জন্য এত বড় আকারে সাম্মানিক দেওয়ার নজির রাজ্য পুলিশে নেই। নবান্নের

স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে গত মে মাসেই ভোটের কাজে ব্যবহৃত পুলিশ কর্মীদের সাম্মানিকের আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ স্টেট ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফে সেই প্রস্তাব যায়। আগে ভোটের জন্য কোনও পুলিশ কর্মী অন্য জেলাতে গেলেও একটিও টাকা পান না। ১৫ দিনের জন্য এক এক জন পুলিশকর্মী দু'হাজার টাকা করে পান। তাঁদের থাকা-খাওয়া-খরচ বাবদ একটা ব্যয় হয়। সেই কারণেই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ স্টেট ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফে সম্মানিক প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই ১০০ জনকে এই সাম্মানিক প্রদান করেছে। ১ কোটি খ রচ হয়েছে এই জন্য। বাকি ১২ হাজারের জন্য প্রস্তাব গিয়েছে নবান্নের কাছে। যার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি! যদিও পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, প্রথমবারের জন্য হলেও এটি নির্বাচনের নিয়ম অনুসারেই প্রদান করা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত, শুধুমাত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের মতো সিভিল কর্তৃপক্ষ এবং সেন্ট্রাল ফোর্সকে এই সাম্মানিক প্রদান করা হত।

নানা জায়গায় গা ঢাকা দিয়েও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারল না জামাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রাতে পুলিশের জালে ধরা পড়ে জামালউদ্দিন সর্দার। এদিনই তাঁকে তোলা হয় বারুইপুর আদালতে। পুলিশ ১৪ দিনের জন্য হেপাজতে চেয়ে আবেদন জানাতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। জামালের বিরুদ্ধে মারধর, জোর করে আটকে রাখা, খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৬ তারিখ দুপুরের পর থেকে ক্রমাগত লোকেশন পাল্টাতে থাকে জামালউদ্দিন। এক জায়গায় খ ুব বেশি সময় থাকছিলও না। এমনকী নিজের মোবাইল নম্বরও পাল্টে ফেলে। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করলেও ধরে ফেলে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকেরা জানতে পারেন গোটা ঘটনা সামনে আসার পরেই গা ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করে জামাল। ১৬ তারিখ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ঘুটিয়ারি শরিফে শ্বশুরবাড়ির এলাকায় প্রথমে যায় জামাল। ওই এলাকাতেই রাত কাটায় একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে। পরদিন ট্রেন ধরে বিধাননগর চলে যায়। তারপর ডানকুনিতে গিয়ে এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা করে। সেখান থেকে বাসে করে আবার কলকাতায় ফিরে আসে। তদন্তে এও জানা গিয়েছে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য জামালউদ্দিন নতুন মোবাইল নম্বর নিলেও কারও সঙ্গেই নিজের মোবাইল থেকে যোগাযোগ করছিল না। এই কয়েকদিন যে সব লোকেশন ঘুরে বেরিয়েছিল সেখানেই কারও না কারও ফোন নিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রয়োজনীয় কাজও মেটায়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। শুক্রবার শামুকপোঁতা এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এর পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, জামালের শাগরেদ হিসাবে পরিচিত আরব, আলম, কুরবান ও সিরাজুলকে প্রথমে আটক করে সোনারপুর থানার পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই জামালের কয়েকজন আত্মীয়ের ফোন ট্যাপ করে পুলিশ। কারণ, এঁদের যাঁদের সঙ্গে জামালের যোগাযোগের সম্ভাবনা ছিল অনেকটাই। সেখান থেকেই পুলিশ জামালের মোবাইল লোকেশন 'ট্র্যাক' করতে শুরু করে। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরের পর সেই মোবাইল ফোন ভাঙড়ের কাছে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। সূত্র মারফত খবর পেয়ে সোনারপুর থানার সীমানা এলাকা থেকে জামালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে তদন্তকারীদের আশঙ্কা ছিল, জামাল পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে সরাসরি আদালতে গিয়ে জামিন নিতে পারেন। কারণ আইন কানুন নিয়ে বেশ হাত পাকিয়েছিলেন জামাল। পূর্বে একাধিক ঘটনায় জামাল প্রত্যাশার অনেক আগেই জামিন পেয়েছিলেন বলে সূত্রের খ বর। শনিবার বারুইপুর আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নেওয়া হবে বলে জানান বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি।

জয়ন্ত সিংয়ের অন্যতম শাগরেদ রাহুল গুপ্তার চারদিনের পুলিশি হেপাজত

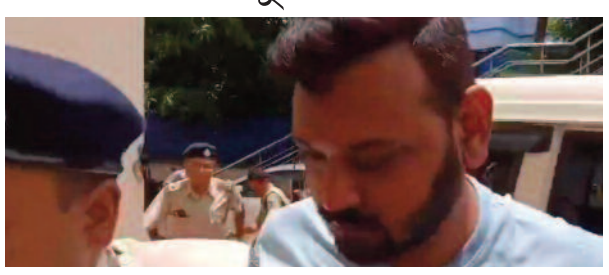

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কামারহাটির আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংয়ের অন্যতম শাগরেদ রাহুল গুপ্তা এবার পুলিশের জালে। ধৃত রাহুল আড়িয়াদহের কেদার সিংহ রোডের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ রাহুলকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার ধৃতকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, আড়িয়াদহের তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে চোর সন্দেহে একজনকে হাত-পা টেনে ধরে চ্যাঙদোলা করে লাঠি দিয়ে পেটানোর ছবি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওয়ের সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। উক্ত ঘটনায় অভিযুক্ত রাহুল গুপ্তা বেপাত্তা ছিল। পুলিশের চোখ ধুলো দিয়ে রাহুল বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকছিল। যদিও শেষ রক্ষা হল না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বরানগরের আলমবাজার এলাকায় হানা দিয়ে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ রাহুল গুপ্তাকে পাকড়াও করেছে। এদিন পুলিশের তরফে বিচারকের কাছে সাত দিনের হেপাজত চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। যদিও বিচারক ধৃতকে চারদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

২০২৫'র ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন, প্রস্তুতির নির্দেশ নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ বছর হল না বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। তবে হাত গুটিয়ে বসে নেই রাজ্য। এরইমধ্যে আগামী বছরের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন হবে বলে জানা যাচ্ছে প্রশাসনিক সূত্রে। আর সেই সম্মেলনকে মাথায় রেখে নবান্নের শীর্ষস্তর থেকে সব দপ্তরকে প্রস্তুতি শুরু করতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, মুখ ্যমন্ত্রীর প্রধান মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র আগামী সপ্তাহেই এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যে শপিং ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, তার জন্য শিল্পপতি ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আর সেই বৈঠকেই আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে আলোচনা হবে। লোকসভা ভোটের কারণে এবছরে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি করা যায়নি। তবে বিশ্ব বাংলা সম্মেলন না হলেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুজোর আগে সেপ্টেম্বর মাসে দুবাই শপিং ফেস্টিভ্যালের মতো বিশ্ব বাংলা শপিং ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর মূলত জানুয়ারি মাস থেকে মার্চের মধ্যে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, করোনার কারণে তাতে ছেদ পড়েছিল।

যদিও তারপর শেষবার সম্মেলন হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে। সে কারণেই সময়ের ব্যবধান কম হওয়ায় চব্বিশের শুরুতে আর এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়নি। তবে কবে ফের বসবে আসর তা নিয়ে চলছিল জল্পনা।

পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনতে আদালতে হলফনামা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিকে যুক্ত করতে পদক্ষেপ শুরু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। সূত্রে খবর, ২০২৫ সাল থেকে ২০২৯ সালের মধ্যে পাঁচ দফায় প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিকাঠামো বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করে এই কাজ করা হবে। শুক্রবার স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে হলফনামা জমা দিয়ে হাইকোর্টে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানায় শিক্ষা দপ্তর।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন দপ্তর হাইকোর্টে যে হলফনামা জমা

দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফ থেকে তাতে প্রথম দফায় ২৩৩৫টি স্কুল, দ্বিতীয় দফায় ১৭৭৫টি স্কুল, তৃতীয় দফায় ২৯৬৬টি স্কুল, চতুর্থ দফায় ১২ হাজার ও শেষ দফায় ১৩ হাজার ৯৩টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনা হবে।

আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে, বিদেশ গাজি-সহ বেশ কয়েকজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। তাঁদের অভিযোগ, এনসিটিই-র গাইড লাইন মেনে অন্য অনেক রাজ্য ইতিমধ্যেই পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় এনেছে। তবে ব্যতিক্রমী এই রাজ্য। তারা এতদিনেও এই নির্দেশ কার্যকর করেনি বলে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। তারপরই হাইকোর্ট রাজ্যের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে কতদিনে এই কাজ হবে সেই ব্যাপারে হলফনামা চায়। এবার হলফনামা দিয়ে তা জানাল রাজ্য।

শহিদ দিবসে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছর ২১ জুলাই কলকাতায় রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ শুক্রবারই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছিল। এই মুহূর্তে তার অবস্থান পুরীর সমুদ্র উপকূলে। ওড়িশা অতিক্রম করে তা ছত্তিশগড়ের দিকে চলে যাবে এবং শক্তি হারাবে। এই নিম্নচাপের জেরেই দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ জুলাই সকাল থেকে সকাল থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। তবে ভারী বৃষ্টিপাত হবে না। ২১ জুলাই রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই চলবে বৃষ্টিপাত। শনিবার শহরের আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় ছিল আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি কম।

বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংয়ের সাতদিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংয়ের সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত। ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলকে ফোনে হুমকি এবং তাঁর গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত কুখ্যাত অপরাধী সুবোধ সিংকে শনিবার আসানসোল থেকে ব্যারাকপুর আদালতে আনা হয়েছিল।

বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ বিচারকের কাছে দশদিনের হেপাজত চেয়ে আবেদন করেছিল। যদিও বিচারক সুবোধ সিংকে সাতদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। সুবোধের আইনজীবী কমলজিৎ সিং বলেন, বরানগর থানার একটি মামলায় সুবোধ সিং আপাতত জামিনে আছেন। কিন্তু ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় এদিন আসানসোল থেকে ওকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল। দশদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বিহারের বেউর জেল থেকে গত ৩০ জুন সুবোধ সিংকে বাংলায় আনে সিআইডি। ১ ও ২ জুলাই আসানসোল জেল হেপাজতে ছিল সুবোধ। ৩ জুলাই থেকে সুবোধকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছিল সিআইডি। সিআইডি হেপাজত শেষে সুবোধ আসানসোল জেলেই ছিল। সেখান থেকে এনে এদিন তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ জিহাদিস্তানে পরিণত হবেই, তোপ তসলিমার

অশোক সেনগুপ্ত

'এই যুদ্ধে যে-ই জিতুক, দেশ কিন্তু জিহাদিস্তানে পরিণত হবেই, কিছু আগে অথবা কিছু পরে', বাংলাদেশে অশান্তির প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, কোটা বিরোধী আর কোটাপক্ষের লোকদের মধ্যে এখন আর বাকবিতণ্ডা হচ্ছে না। এখন হচ্ছে আওয়ামী লিগ এবং তার গুন্ডাবাহিনী বনাম জামাত শিবির বিএনপি এবং তাদের গুন্ডাবাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ। এতে এখন পর্যন্ত ৩৯ জন নিহত। আহত প্রচুর। এখন হচ্ছে নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর আর জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সংঘর্ষ। একে গৃহযুদ্ধ বলা যায়। বাংলাদেশে সব সরকারই ইসলামের সেবা করেছে। কচুরিপানার মতো মসজিদ মাদ্রাসা বানিয়ে মানুষকে ধর্মান্ধ জিহাদি বানানোর সব রকম চেষ্টা করেছে। এখন যুদ্ধটা হচ্ছে একটু বেশি ইসলামিস্ট আর একটু কম ইসলামিস্টের মধ্যে। নেটনাগরিকরা এই মন্তব্যে সায় দিয়েছেন। রুদ্র

শংকর লিখেছেন, সহমত। যেকোনো ধর্মই অনেকটা বিষাক্ত সাপের মতো। একদিন না একদিন ছোবল মারে। পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত এবং অমিত সরকার লিখেছেন, সঠিক বিশ্লেষণ।

মুজঃফফর হোসেন লিখেছেন, আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, সব চাইতে মূল বিষয় হলো কোনও আন্দোলনে ৩৯টি লাশ পড়ল যা বাংলাদেশের পক্ষে খুবই উদ্বেগজনক। দূরদর্শিতার অভাবে বাংলাদেশে আজ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। শান্ত হোক বাংলাদেশ।

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, বাংলাদেশে রীতিমতো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। উগ্র ধর্মীয় সংস্কৃতিতে হিংসা অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে সুষ্ঠভাবে মীমাংসা সম্ভব নয়। যে সরকার এসেছে তারাই ব্যাঙের ছাতার মতো মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রমোট করেছে। রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধর অবসান তাড়াতাড়ি না হলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। প্রিয়া প্রিয়দর্শিনী লিখেছেন, দেশ কবেই তো জিহাদিস্তানে পরিণত হয়েছে! আমাদের উচিত এই রক্ত দেখে দুঃখ না পেয়ে না দেখার ভান করা। এক শকুনে আরেক শকুনের মাংস খ াইলে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আমাদের এখানে কি ভূমিকা থাকতে পারে?

সৌরভ সাহা লিখেছেন, দুঃখ একটাই, এতগুলো প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ার পরেও, কোন সরকার পক্ষের বা বিরোধী পক্ষের মধ্যযুগীও শয়তান পরিস্থিতি শান্ত রাখার বার্তা দিল না বা দিচ্ছে না! এটা রবি ঠাকুর, নজরুলের বাংলা, ভাবতে শিহরিত আর লজ্জা করছে। এর আগে তসলিমা সামাজিক মাধ্যমে লিখে ছেন, বাংলাদেশে যা হচ্ছে, তার ৪টে ভিডিও দেখে গা কেঁপে উঠল। এক, সিলেটের এক কোটাবিরোধী ছাত্রদের জমায়েতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর। দুই, প্রায় ফাঁকা রাস্তায় কোটাপক্ষের এক ছেলের হাতে বড় একটি রামদা'। সেই রামদা দিয়ে কোটাবিরোধী এক ছেলের গায়ে আঘাত করছে। তিন, রাস্তায় দাঁড়ানো বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরা একজন পুলিশ কাউকে বলছে, কেউ বাইরে বেরলে আমরা ডাইরেক্ট গুলি করব, নির্দেশ আছে। চার, ছাত্র লিগের ছেলেরা ঢাকার রাস্তায় মাথায় হেলমেট, হাতে পিস্তল, ট্রিগারে আঙুল। পিস্তল তাক করা কোটাবিরোধী জমায়েতের দিকে। এই মন্তব্যের ১৫ ঘণ্টা বাদে, শনিবার সকাল ৬টা ৪৮-এ প্রতিক্রিয়া এসেছে ২৩টি। সমর্থন তসলিমার ভাবনাকে।

গণপরিবহণে এগিয়ে বেসরকারি বাসই, ফের প্রমাণ করল ২১ জুলাই

শুভাশিস বিশ্বাস

২১ জুলাই, তৃণমূলের শহিদ দিবস। যেদিন সারা রাজ্যের ডেস্টিনেশন ধর্মতলা বললে এতটুকু অত্যুক্তি হবে না। এই ২১ জুলাই উপলক্ষে কলকাতা বা কলকাতার উপকণ্ঠের মানুষজন শুধু নয়, সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকেও আসছেন অনেকেই। তবে তাঁদের পরিবহণ মাধ্যম মূলত রেল। এদিকে যাঁরা কলকাতা থেকে একটু দূরে থাকেন তাঁদের পরিবহণ মাধ্যম মূলত বেসরকারি বাস। আর সেই কারণেই শুক্রবার থেকেই বিভিন্ন রুটের বেসরকারি বাস তুলে নেওয়া হয়েছে দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আসার জন্য। যার জের পড়েছে কলকাতার পরিবহণে। শুক্রবার সন্ধে থেকেই কলকাতার রাস্তায় অমিল বেসরকারি বাস। এরপর শনিবার বেসরকারি বাস মিলছে না বললেই হয়। এই ভাবে বাস কমতে থাকলে রবিবার কলকাতার ছবিটা কী দাঁড়াতে পারে তার একটা খণ্ডচিত্র তুলে ধরলেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারে বেসরকারি বাস পরিবহণ নিয়ে তপনবাবুর সংক্ষিপ্ত জবাব, 'বাসশূন্য থাকবে কলকাতা'। তবে এর কারণ হিসেবে যেটা জানালেন তার সারমর্ম করলে দাঁড়ায়, ২১ জুলাই শাসকদলের জমায়েত। সবথেকে বড় জমায়েত কোনও সন্দেহ নেই। তৃণমূলের নেতা থেকে কর্মী সমর্থকদের কাছে এই শহিদ দিবসের একটা আলাদা মাত্রা রয়েছে। জড়িয়ে রয়েছে নানা সেন্টিমেন্ট। ফলে এদিন সারা রাজ্য ভেঙে পড়ে কলকাতায়। আর এই ধরনের অনুষ্ঠানে যারা উদ্যোক্তা তারা দলের কর্মী সমর্থকদের আনতে বেসরকারি বাস তুলে নেবেন তা নতুন কিছু নয়। সভা শেষে যাঁরা এসেছেন তাঁদের যথাস্থানে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব যেমন থাকে উদ্যোক্তাদের ঠিক তেমনই কোথাও একটা অলিখিত দায়িত্ব থেকে যায় বেসরকারি বাস মালিকদেরও। আর এই ধরনের সভা সমাবেশের আগে স্থানীয় ইউনিয়নের মাধ্যমেই বাস তুলে নেন শাসকদলের নেতারা। এটাই ট্রেন্ড।' এর পাশাপাশি বেসরকারি বাস সংগঠনের এই কর্তা এও জানান, এরকম একটা কানাঘুষো শোনা যায় যে কোনও রাজনৈতিক দলের সমাবেশে বেসরকারি বাস নেওয়া হলেও তার পয়সা রাজনৈতিক দলগুলো দেয় না। তা যে আদৌ ঠিক নয় বলেই জানালেন তপনবাবু। পয়সা দেওয়া হয় হিসেব মতোই। শুধু শাসকদলের সভাই নয়, এমনকি বিরোধীদের বড় সভা থাকলেও বাসের সংখ্যা কমে বলেই জানান তপনবাবু। তবে বঙ্গে বিরোধীদের অস্তিত্ব যেহেতু অত্যন্ত ক্ষীণ সেই কারণে প্রচুর বাস নেওয়া হয় না বলেই তা খুব একটা নজরে আসে না। শুধু সভা-সমাবেশ-ই এই একই ছবি ধরা পড়ে গঙ্গাসাগর মেলার ক্ষেত্রেও। সেখানেও মেলা প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য নেওয়া হয় বাস। ফলে এই গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীনও বেশ দুর্ভোগে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।

তবে এই ধরনের সভা-সমাবেশে বাস নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য একটা দিক স্পষ্ট। সড়কপথে বাসই একমাত্র মাধ্যম যা পৌঁছে যায় আমজনতার বাড়ির দোরগোড়ায়। ফলে বেসরকারি বাসের জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের কাছে কোনওদিনই কমার নয়। কিন্তু তবু এখনও রাজ্যের পরিবহণে 'দুয়োরানি' হয়ে রয়েছে এই বেসরকারি বাস সংগঠন, এমনটাই ধারনা বেসরকারি বাস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের।

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় প্রতারণায় লুট হচ্ছে বহু গরিব অসহায় বিশ্বাসী মানুষের সম্পদ, সম্মান

উত্তরপ্রদেশে হাথরসে ধর্মীয় জমায়েতে যোগ দিতে গিয়ে পদপিষ্টের ভয়ঙ্কর ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২১ জনের, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল অন্তত ২০ জনকে। এমন নারকীয় মৃত্যুমিছিলের শিকার অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। কার চূড়ান্ত দোষ বা অপদার্থতার কারণে এত সংখ্যক সাধারণ হতভাগ্য মানুষকে এ ভাবে লাশের স্তূপে পরিণত হতে হল? এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু, সেবাদারেরা, ধর্মগুরুর ব্যক্তিগত রক্ষী এবং অনুগত আয়োজকরা মিলে যখন একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানমূলক বিরাট কারবারের আয়োজন করে, তখন সব দিক পর্যবেক্ষণ না করে উচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ কেন এমন বিশাল জমায়েত আয়োজন করার ঢালাও অনুমতি দেয়? সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত একটা ধর্মীয় আসরে আশি হাজার লোকের জায়গায় কী ভাবে আড়াই লক্ষ মানুষের বিপুল ভিড় ঢুকে পড়ে? জরুরি নিরাপত্তার বিষয়টি বিন্দুমাত্র খতিয়ে না দেখে কেন সেখানে যাতায়াতের পথের ব্যবস্থা করা হয়েছিল মাত্র একটি? পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকেরা যদি এ ব্যাপারে সজাগ বা সচেতন থাকতেন, এমন ভয়ানক বিপর্যয়কে হয়তো ঠেকানো যেত। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রশাসনের কাছে আগে জানানো সত্ত্বেও চূড়ান্ত অব্যবস্থায় এতগুলো লোককে বেঘোরে প্রাণ দিতে হল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি জরুরি প্রসঙ্গ। আমাদের সমাজে নানা ধর্মীয় প্রতারণায় প্রতি দিনই লুট হচ্ছে বহু গরিব অসহায় বিশ্বাসী মানুষের সম্পদ, সম্মান এবং তাঁদের নিরাপত্তা। সাধারণত নিবেদিতপ্রাণ ভক্তরা এ সবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চান না। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল, স্বঘোষিত গডম্যান নারায়ণ সাকার হরি ওরফে সুরজ পাল সিংহের চরণধূলি লক্ষাধিক ভক্তরা কাড়াকাড়ি করে নেওয়ার ফলে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে এমন বীভৎস ঘটনা ঘটল। এতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির রক্ষীদের উপর দোষারোপ করা গেলেও তথাকথিত ধর্মগুরুর গুরুতর অপরাধ প্রমাণ করার কাজটি ঠিক কতটা কঠিন? প্রসঙ্গত, ধর্মীয় অনাচার, প্রতারণা ও বুজরুকির বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে ২০১৩ সালে নিহত হন মহারাষ্ট্রের যুক্তিবাদী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠক নরেন্দ্র দাভোলকর। তাঁর মৃত্যুর পরেই, অর্থাৎ ২০১৩ সালে জনমতের চাপে 'কুসংস্কার বিরোধী বিল'টি অর্ডিন্যান্স হিসাবে মহারাষ্ট্রে পাশ হয়, যা পরে ওই রাজ্যের বিধানসভা অনুমোদন করে। এতগুলি মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু মহারাষ্ট্রের সেই যুগোপযোগী দৃষ্টান্তমূলক আইনকে কি ফের মনে করিয়ে দেয় না? সব সচেতন যুক্তিবাদী মানুষের আজ এ নিয়ে সরব হওয়ার সময় কি আসেনি?

শব্দবাণ-১

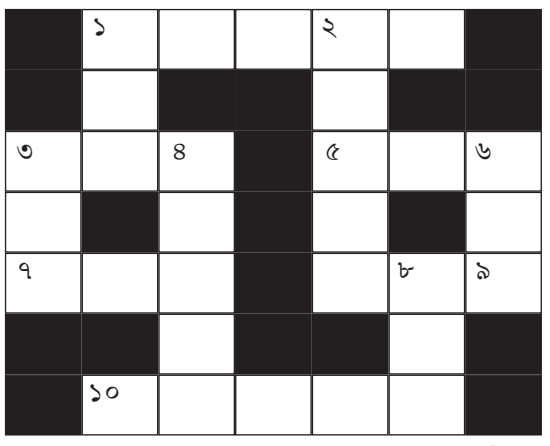

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. চলচ্চিত্রশিল্পের দুনিয়া ৩. লগি ৫. মুদ্রা, টাকা ৭. কোমল ৮. দাঁত, দন্ত ১০. আবহাওয়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দুই ওষ্ঠের নিম্নদেশ, থুতনি ২. জ্যোতিষী ৩. অঙ্কন, আঁকা ৪. কাচনির্মিত বাড়ি ৬. ভোজন, আহার ৯. সমুদ্র।

এই জায়গায় প্রতিদিন আগের দিনের শব্দবাণের উত্তর দেওয়া হবে। পাঠকেরা প্রতিদিন নিজেরা মেলাবার চেষ্টা করুন আর মেতে উঠুন অপার আনন্দে।

গতিহীনা হোক খরস্রোতা চাইছে 'সেভ জলঙ্গি'

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে পৃথিবীতে জলসঙ্কট ক্রমবর্ধমান। ভারতেও জলসঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব বাড়ছে। জলসঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষি, ধাক্কা খাবে শিল্প। জল ক্রমে হয়ে উঠছে একটি বাজারজাত পণ্য — যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাঁরা জল কিনে নিচ্ছেন আর যাঁদের সেই সামর্থ্য নেই, তাঁদের পক্ষে জল সংগ্রহ করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবে, জল যে হারে শেষ হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে টাকা থাকলেও তা কিনে নেওয়া অসম্ভব হবে।

এবছর গরমের শুরুতেই নির্জলা হয়েছে বেঙ্গালুরু। আর গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মাত্র কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে শোনা গেলো পানীয় জলের জন্য হাহাকার।

গত অক্টোবরে হড়পা বানে তিস্তার ওপর গজলডোবা বাঁধে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মেরামতির কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ফলে তিস্তা থেকে জল উত্তোলন বন্ধ ছিল। তিস্তা-মহানন্দা লিঙ্ক ক্যানালের জল তুলেই গোটা শিলিগুড়িতে বন্টন করা হয়। এই সরবরাহ বন্ধ থাকায় বিকল্প হিসেবে মহানন্দার জল পরিশ্রুত করে শহরে বন্টনের সিদ্ধান্ত নেয় শিলিগুড়ি পৌরসভা। কিন্তু মহানন্দার জল অত্যন্ত দূষিত ও বিপজ্জনক। স্বয়ং মেয়র গৌতম দেব সরবরাহ করা জল পান করতে নিষেধ করেন। ফলশ্রুতিতে শিলিগুড়িতে জলসঙ্কট তুঙ্গে ওঠে। বাঁধ মেরামতির পরে তিস্তার জল পরিশ্রুত করে গত ২ জুন থেকে শিলিগুড়ির ঘরে ঘরে আবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

দ্রুত ও পরিকল্পনাহীন নগরায়ণ এবং প্রচুর পরিমাণ আবর্জনা মহানন্দাকে দূষণে দূষণে জেরবার করে তুলেছে। নদীর নাব্যতাও অনেক কমে গেছে। এই নদীর চিকিৎসা করতে কেউ এগিয়ে আসেন নি। এছাড়া শিলিগুড়ির বুকের ওপর প্রবাহিত মুমূর্ষু জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, সাহু নদীকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাও তেমন চোখে পড়ে না। এদিকে এখন উত্তরের পথে পা বাড়াচ্ছে দক্ষিণ। তীব্র গরমে গঙ্গার জলস্তর অনেকটাই নেমে গেছে। পরিশ্রুত জল উৎপাদন করতে নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সেজন্য, প্রবল তাপপ্রবাহকালে জল অপচয় বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছে কলকাতা পৌরসভা। এদিকে নদীয়া জেলার অবস্থাও তথৈবচ। তীব্র দহনকালে জলকষ্টে ভুগেছে তেহট্টর বেতাই, সাধুবাজার, মুক্তদহ, কড়ুইগাছি প্রভৃতি এলাকা। কালীগঞ্জ ব্লকের কালীগঞ্জ, হাট গোবিন্দপুর, দেবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, জুড়ানপুর, হিজুলীসহ আরও অনেক জায়গায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এসব অঞ্চলে এখন জলস্তর এতোটাই নেমে গেছে যে টিউবওয়েল থেকেও জল উঠছে না। নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গি নদী এখন বৈতরণী পারের অপেক্ষায়। নদীর উৎসমুখ বন্ধ। মূলত বৃষ্টি, মাটির নীচের জল আর বর্ষায় সামান্য ভৈরবের জলে কোনরকমে টিকে আছে। নাব্যতা তলানিতে। কচুরিপানা সাম্রাজ্য বিস্তার করছে। নদীর বুকে মাটি ফেলে তৈরি হয়েছে বেআইনি রাস্তা। নদীপাড়ে মাটিমাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, মাথা চাড়া দিচ্ছে অবৈধ নির্মাণ, ইটভাটা। নদীতে যত্রতত্র বাঁধাল। চটজালের যথেচ্ছ ব্যবহার। নদীগর্ভে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একাধিক সেতু, কিন্তু নির্মাণের পর সেসব মাটি তুলে ফেলা হয় নি। জলঙ্গির জলে মাছের আকাল। জেলেদের পকেট ফাঁকা। নদীগর্ভে রূপালী শস্যের বদলে এখন শোভা পাচ্ছে সোনালী শস্য। তেহট্ট ১ ব্লকের তারানগর ও অন্যান্য অনেক জায়গায় জলঙ্গিবক্ষ এখন ধানক্ষেতে রূপান্তরিত। জলঙ্গি নদীতে প্রতিবছর বর্ষায় মেশে সুতি নদীর দূষিত, কালো, বিষাক্ত জল এবং পাট পচা জল। মাছের মড়ক লাগে। সমস্ত নিকাশি নালার অপরিশোধিত জল সরাসরি ফেলা হয় নদীতে। প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে নদী। জলঙ্গি পাড়ের সমস্ত জনপদে এখনও পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের বন্দোবস্ত করা হয় নি। জলজ জীবের জীবন বিপন্ন। বাস্তুতন্ত্র নড়বড়ে।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মধুসূদনের লেখনীধন্য জলঙ্গির শাখানদী অঞ্জনা এখন কৃষ্ণনগরে নোংরা নর্দমায় পরিণত। চূর্ণি, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী প্রভৃতি নদীও মুমূর্ষু। জলঙ্গি অববাহিকা বরাবর নয়টি ব্লকের ভূগর্ভস্থ জলস্তর বিপদসীমার অনেক নীচে। ফণা তুলছে আর্সেনিক। প্রশাসনের দরজায় খিল। রাজনীতির কারবারিদের 'কথার ওপর কেবল কথা সিলিং ছুঁতে চায়'। সাধারণ মানুষের কোনও হেলদোল নেই।

এমতাবস্থায় কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কানে পৌঁছেছে জটিল রোগাক্রান্ত জলঙ্গি নদীর কান্না। তাঁরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। ২০১৯ সালে ২৩ জুন জন্ম নিল অরাজনৈতিক নদীপ্রেমী নাগরিক সংগঠন 'সেভ জলঙ্গি'। ভরা আষাঢ়ে তখন সূর্য মিথুন রাশিতে আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে প্রবেশ করে গেছে। শুরু হয়েছে অম্বুবাচি। মাতা ধরিত্রী উর্বরা হচ্ছেন। সংস্কৃত শব্দ 'অম্বু' মানে জল আর 'বাচি' মানে বৃদ্ধি। অর্থাৎ অম্বুবাচি মানে জলবৃদ্ধি। আর এই জলবৃদ্ধির উৎসব অম্বুবাচির মধ্যেই মৃতপ্রায় জলঙ্গি নদীতে জল আনতে এগিয়ে এলো এযুগের ভগীরথ 'সেভ জলঙ্গি'। এই সংগঠন নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই নেমে পড়ছে জলঙ্গি ও অঞ্জনা সাফাই অভিযানে। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে দু'হাত পেতে নদীর প্রাণভিক্ষা চাইছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে বিভিন্ন জায়গায় চলছে লিফলেট বিলি ও পথসভা। স্কুলে স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের কাছে তুলে ধরছে অসুস্থ নদীর কথা। মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিনে (১৭ ফেব্রুয়ারি) পালন করছে 'জলঙ্গি দিবস'। নদী বাঁচাতে 'সেভ জলঙ্গি' এবার নেমে পড়েছে প্রকাশ্য রাজপথে। এই নদীপ্রেমী সংগঠন 'দ্য গ্রীন ওয়াক' ও 'বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা'র সাথে হাত ধরাধরি করে চলতি বছরে গত ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি করিমপুর ২ ব্লকের চর মোক্তারপুরে ভেলানগর ঘাট (জলঙ্গি ও ভৈরবের সঙ্গমস্থল) থেকে স্বরূপগঞ্জ ঘাট (জলঙ্গি ও ভাগীরথী-হুগলীর সঙ্গমস্থল) পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী আনুমানিক ১৩৮ কিলোমিটার পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছে। এরপর কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা নাট্যদল 'সিঞ্চন'কে বগলদাবা করে 'সেভ জলঙ্গি' বেরিয়ে পড়ে 'উৎস থেকে মোহনা - জলঙ্গি জনপদের সংস্কৃতি সন্ধানে'। গত ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি এই সংস্কৃতি যাত্রায় জলঙ্গির উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী অববাহিকায় দশটি জনপদে 'সিঞ্চন' পরিবেশন করেছে পথনাটক 'ও নদী রে'। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে গত ২ জুন 'সেভ জলঙ্গি' নদীয়ার অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশ সংগঠনের হাতে হাত রেখে পালন করলো এক মহতী কর্মসূচি - 'নদীর জন্য দৌড়'। কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে শুরু হয়ে মোট ১৭.৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে স্বরূপগঞ্জ ঘাটে থেমেছে এই দৌড়। এই কর্মসূচিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তসলিমা খাতুন। তিনি খালি পায়ে পুরোটা পথ দৌড়েছেন। তপ্ত রাজপথে তাঁর ধূলি-ধূসরিত নগ্ন পায়ের দুরন্ত গতি বৃথা যায় নি। রুগ্ন নদীর জন্য তা নিয়ে এসেছে বিশল্যকরণী। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের সময় জলঙ্গিবক্ষে যে নতুন সেতু নির্মিত হয়েছে, সেই মাটি ও নির্মাণসামগ্রী তুলে ফেলা হয় নি। 'সেভ জলঙ্গি'র দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ঠিকাদার সংস্থা এখন সেই মাটি ও নির্মাণসামগ্রী তুলে ফেলছে। 'সেভ জলঙ্গি'র আবেদনে সাড়া দিয়ে জেলা প্রশাসন আর কিছু দিনের মধ্যেই নিয়ে আসছে জলঙ্গিতে ভাসমান কচুরিপানা ও প্লাস্টিকজাত বিভিন্ন আবর্জনা উত্তোলক যন্ত্র। ভারমুক্ত হচ্ছে জলঙ্গি। এরমধ্যেই 'সেভ জলঙ্গি'র কানে এসেছে একটা গোঙানির শব্দ। সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা চমকে তাকিয়ে দেখেন, সারা গায়ে দগদগে ঘা নিয়ে মরণযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বাগাখালি বিল। তেহট্ট ১ ব্লকের নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগাখালি বিল এখন নির্জলা। বর্ষায় সামান্য জেগে ওঠে। প্রায় ত্রিশ একরের এই বিল বছর তিনেক ধরে সংস্কার করা হয় নি। একসময় এই বিলে টলটল করতো স্বচ্ছ জল। খেলা করতো হরেকরকম ছোট-বড় মাছ। তার মধ্যে ছিল ভেদা, কাতলা, ট্যাংরা, পুঁটি, কৈ ইত্যাদি। ডোঙায় করে মাছ ধরতেন এলাকার মৎস্যজীবীরা। এই মাছ ধরেই তাঁদের সংসার চলতো। তখন মৎস্যজীবীদের ঘরে লক্ষ্মী ছিলেন বাঁধা। তাঁদের পাতে ভাতের পাশে মাছ থাকতোই। প্রাণিজ প্রোটিনের ঘাটতি ছিল না শরীরে। তাছাড়া, এই বিলের জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হতো। বিলে পাট পচানো হতো। একসময় অধুনা বাংলাদেশের মেহেরপুরের হরিরামপুর বিলের সাথে সংযুক্ত ছিল বাগাখালি বিল। তবে বর্তমানে সেই সংযোগ ছিন্ন হয়েছে। জলঙ্গি অববাহিকা জুড়ে যেসব খাল-বিল রয়েছে, প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলঙ্গি নদীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই, বাগাখালি বিল বাঁচলে, জলঙ্গিতে বাড়বে জলের জোগান, মাছের আনাগোনা। এছাড়া, সমৃদ্ধ হবে ভূগর্ভস্থ জল।

কিন্তু আজ বাগাখালি বিলের সুখের দিন ফুরিয়েছে। ঘোরতর সমস্যার মুখে এলাকার মৎস্যজীবীরা। হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে নি 'সেভ জলঙ্গি'। এই সংগঠনের আবেদনের ভিত্তিতে মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে বিলটি সংস্কার করানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু, বেশ কয়েক মাস চলে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তাই, গত ১২ জুলাই 'সেভ জলঙ্গি'র হাত ধরে বাগাখালি বিল সংলগ্ন বাগাখালি ও সাহাপুর গ্রামের শতাধিক মৎস্যজীবী হাজির হন তেহট্ট ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে। এদিন 'সেভ জলঙ্গি' ও মৎস্যজীবীরা তেহট্ট ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মাননীয় সঞ্জীব সেন মহাশয়কে বাগাখালি বিল ও জলঙ্গি নদীকে সুস্থ করার দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেন আর অনুরোধ করেন যেন তাড়াতাড়ি বাগাখালি বিল সংস্কারের কাজ শুরু হয়। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক, সেচ ও জলপথ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের সাথে আলোচনা করে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন বাগাখালি বিল সংস্কারের মাধ্যমে বিল সংলগ্ন বাগাখালি ও সাহাপুর গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক মৎস্যজীবীকে সংগঠিত করে একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে মাছ চাষের মাধ্যমে এলাকার মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে 'সেভ জলঙ্গি'।

ডেপুটেশন দেওয়ার পর 'সেভ জলঙ্গি'র তৎপরতায় এদিন উল্লিখিত দুই গ্রামের মৎস্যজীবীদের হাতে পরিচয়পত্র তুলে দেয় তেহট্টের মৎস্য দপ্তর। এই পরিচয়পত্র বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করবে। পরিচয়পত্র হাতে পেয়ে চোখ ভিজে গেলো বাগাখালি গ্রামের ৮৩ বছরের কুমারেশ মণ্ডলের। জীবনসায়াহ্নে এই স্বীকৃতি পেয়ে তাঁর চোখের জল বাঁধ মানে নি। ফিরে গেলেন ফেলে আসা দিনে। বাগাখালি বিলে মাছ ধরার অতীত স্মৃতি রোমন্থন করলেন। পরিচয়পত্র পেয়ে মুখের হাসি চওড়া হয়েছে তরুণ মৎস্যজীবীদের। তাঁদের খুশিই তো বাড়িয়ে দেবে খাল-বিল-নদীর সুখ। তাঁরা আবার নিজেদের পেশাকেই আঁকড়ে ধরবেন, অন্য পেশায় চলে যাবেন না।

'সেভ জলঙ্গি'র এইসব আশা জাগানিয়া কর্মকাণ্ডে ভরসা জাগছে মনে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই আবার শুনতে পাবো কোনও তরুণ মৎস্যজীবীর অনুরাগভরা কণ্ঠের গান, 'গাঙে ঢেউ খেলে যায় / ও কন্যা মাছ ধরিতে আয় / জাল ফেলিতে ডুবে যেন মরিস না / মরিস না।'

গুরুপূর্ণিমায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকেই গুরু পূজা করা হয়

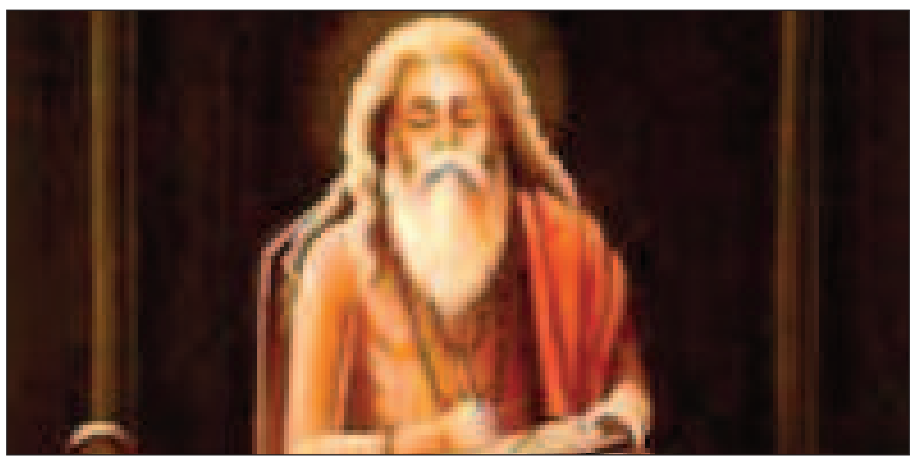

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকেই ভারতে গুরু হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ বেদ তাঁর পূর্ব পর্যন্ত স্মৃতি থেকেই পাঠ করা হত। ঋষি মুনিদের দ্বারা পরম্পরাগতভাবে সৃষ্ট বেদ বা জ্ঞানের প্রচার শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ এবং আচরণীয় ব্যক্তিদ্বারাই হত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মাত্র ষোলো বছর বয়সের সময়ে গাঙ্গেয় অঞ্চলে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর অনাবৃষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় খাদ্য শষ্যের হাহাকার দেখা দেয়। এসময় মানুষ ধর্মের আচরণ বাদ দিয়ে খাদ্যশষ্যের সন্ধানে তাদের সময় ব্যয় করত। ফলে বেদ বা জ্ঞানের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে ছিল। ব্যাসদেব স্মৃতি থেকে বেদ পাঠ বন্ধ দেখে তা লেখার আকারে প্রকাশের মনস্থ করলেন। যাতে মানুষ সহজেই মনসংযোগ না করেও বেদ বা জ্ঞানের চর্চা করতে পারে সহজেই। গ্রন্থ পাঠের মধ্যে দিয়ে বেদ বা জ্ঞানের চর্চা সহজেই করতে পারবে মানুষ ।

সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরষে ব্যাসের জন্ম। সত্যবতী ছিলেন এক মৎস্যজীবীর কন্যা। তিনি তাঁর পিতার শ্রম লাঘবের জন্য নৌকা পারাপারের কাজও করতেন। পরাশর মুনি নদী পারাপারের সময়ে সত্যবতীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাদের মিলনে ব্যাসের জন্ম হয়। ব্যাস যমুনার এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর নাম হয় দ্বৈপায়ন। আর কৃষ্ণ শব্দের অর্থ আকর্ষণ -সত্যবতীর প্রতি তাঁর পিতার আকর্ষণ হওয়ায় তাঁর জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। পরাশর মুনি ছিলেন সেসময়ের একজন উচ্চকোটির সাধক। তিনি দেশের রাজাদের মধ্যে ধর্মানুযায়ী শাসনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য শিষ্যদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচরণ করতেন। ফলে শৈশবকালে ব্যাস তাঁর পিতার দেখা পাননি। কিন্তু যখন তাঁর মাত্র ছয় বছর বয়স তখন তাঁর পিতা পরাশর মুনি আবর ব্যাসকে দেখার জন্য সেখানে আগমন করেন। তাঁর পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। বালকের অভূতপূর্ব মেধায় পরাশর মুনি চমৎকৃত হন। বেদবেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অধিগত করে নেন ব্যাস। তাঁর পিতার যখন স্থান ত্যাগ করার সময় উপস্থিত তখন ব্যাস তাঁর সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরলেন। কিন্তু পরাশর মুনি জানালেন পরিব্রাজককালে তাঁকে বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে হয় কেবল তাঁর শিষ্যরাই তাঁর সঙ্গে সেই কৃচ্ছ সাধনের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গ দান করতে আগ্রহী থাকেন। তখন ব্যাস তাঁর শিষ্যত্ব কামনা করলেন। পিতা পরাশর বাধ্য হয়ে ব্যাসকে শিষ্যত্বে বরণ করলেন। ছয় বছরের বালকের হাতে ভিক্ষাপাত্র এবং বল্কল বসন পরিয়ে ভিক্ষা করতে পাঠালেন। ব্যাসের সুললিত কণ্ঠে ভিক্ষার আহ্বানে গৃহস্থগণ মোহিত হলেন এবং প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা প্রদান করলেন। ব্যাস ফেরার পথে দেখলেন পথে বহু শিশু ও মহিলা মলিন বসনে ভিক্ষার জন্য ঘুরছে, তাদের দেখে অর্ধাহারে যে তারা পীড়িত তা দেখেই বুঝতে বাকি রইল না শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসের। তিনি প্রাপ্ত ভিক্ষার সকল সামগ্রি তাদের দান করলেন এবং রিক্ত হস্তে কুটিরে ফিরে এলেন। পরাশর মুনি ব্যাসকে রিক্ত হস্তে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ভিক্ষার সামগ্রির কথা। ব্যাস উত্তরে জানালেন তাঁর ভিক্ষা সামগ্রি দানের কথা। সেদিন ব্যাস উপবাসে কাটালেন। কিন্তু পিতার কাছে পাঠ গ্রহণে কোনও অনুৎসাহ দেখালেন না। এতে পরাশর মুনি আরও চমৎকৃত হয়ে পুত্রের তথা শিষ্যের এমন আচরণে মুগ্ধ হলেন। ক্রমে ব্যাস একাদিক্রমে তিনচার দিবসও উপবাস করে কাটাতে লাগলেন, কিন্তু নিত্যকর্মের প্রতি তাঁর কোনও অনীহা দেখা গেল না। এইভাবে ব্যাস এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন।

ব্যাস বেদের চর্চাকালে জানালেন,জীব জড় সকল বস্তুতেই ভগবান বিরাজমান। তিনি আছেন তাই সবকিছু আছে। শুধু আছে নয়, যে যার নির্দিষ্ট আকার ধরে আছে। সচ্চিদানন্দ সৎ-চিৎ -আনন্দ অর্থাৎ অস্তি -ভাতি-প্রীতি। বস্তুটি আছে -অস্তি; যখন কোনও বস্তুটির অস্তিত্ব স্বীকার করা হল তখন সেটি সৎ। চিৎ হল চৈতন্য, সজীবতা, জ্ঞান। আর প্রীতি -আনন্দে সাড়া দেওয়া। গাছের ডাল পাতা নড়ে, কুকুর লেজ নাড়ে, আর মানুষ কতভাবে সেই আনন্দ প্রকাশ করে।একটা বই , অস্তিত্ব আছে কিন্তু তাতে আনন্দের প্রকাশ নেই। আবার একটা গাছে সৎ চিৎ আছে, আনন্দের প্রকাশ তেমন নেই বললেই হয়। কিন্তু মানুষের কাছে সবই বিস্পষ্ট। বই বা গাছে সে আনন্দ প্রকাশ না হলেও তা যে অন্তর্নিহিতভাবে বর্তমান তার প্রমাণ হল তার সংস্পর্শে এসে মানুষ আনন্দ অনুভব করে।নতুন বই হাতে পেলে আনন্দ হয়। গাছ তো আরও কতভাবে মানুষকে আনন্দ দেয়-রোদে গাছের ছায়ায় দাঁড়ালে আনন্দ হয়,ডাল কেটে জ্বালানি করা হয়, পুড়ে ছাই হলে সেই ভস্ম আবার সাধুরা গায়ে মাখেন। ফুল ও ফলের কথা নাই বা বলা হল। ভগবান যদি প্রতি বস্তুতে না থাকতেন তবে তা ওই নির্দিষ্ট আকার নিয়ে থাকতে পারত না, ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত। পাথরের কথা যেমন অহল্যা পাষাণী। কর্ম্মবেশে মানুষ পাষাণ হয়ে আছে কিন্তু চৈতন্য ভরে আছে। একদিন ব্যাসদেব রাস্তা অতিক্রম করছেন দেখলেন, তাঁর সামনে দিয়ে একটি পোকা রাস্তাটি পার হওয়ার জন্য প্রাণপনে দৌড়চ্ছে। ব্যাসদের তাকে প্রশ্ন করতে, সে উত্তরে বলল -গাড়ি আসছে , চাপা দেবে যে। পোকার বাঁচার স্বাভাবিক চেষ্টায় তিনি ভগবানের লীলার কথাই স্মরণ করলেন। কীটের চেতনা এবং চৈতন্যময়ের অবস্থান। সর্বত্রই সচ্চিদানন্দের খেলা।

সংকলন : সত্যব্রত কবিরাজ

আনন্দকথা

তিনিই সত্য, আর সব অনিত্য; তাঁকে না লাভ করলে কিছুই হল না! এই মহামন্ত্র।

আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তাঁহাকে জল খাওয়াইবার জন্য উদ্‌যোগ হইতেছে। হলঘরের একপাশে একটি ব্রাহ্মভক্ত পিয়ানো বাজাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্যবদন; বালকের ন্যায় পিয়ানোর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন। আর মেয়েরাও প্রণাণ করিবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জলসেবা হইল। এইবারে তিনি গাড়িতে উঠিলেন। ব্রাহ্মভকেতরা সকলেই গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। কমলকুটির হইতে গাড়ি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ওন্দার পর এবার সোনামুখী ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা নিয়ে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে মিছিলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠল। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে প্রকাশ্যে পৃথক দুই কর্মসূচি। আগামী ২১ শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভাতেও সামনে এল শাসকদলের সেই দ্বন্দ্ব! যা রীতিমতো তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে অস্বস্তিতে ফেলেছে বলেই দাবি।

জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই বাঁকুড়ার সোনামুখীতে শাসকদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়তে শুরু করে। দূরত্ব বাড়তে শুরু করে তৃণমূলের সোনামুখী ব্লক সভাপতির অনুগামীদের সঙ্গে সোনামুখী পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামীদের। সম্প্রতি ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিকে ঘিরে সেই দ্বন্দ্ব আরও বড় আকার নেয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সোনামুখী বাজারে দুই গোষ্ঠী পৃথক পৃথক কর্মসূচি করে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির সভাপতি সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। অন্যদিকে শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বামাচরণ গড়াই, সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ধানশিমলা পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুফ মণ্ডল, প্রবাল মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু সেন সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি সোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, দলে কোনও গোষ্ঠী নেই, তা হলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আসবে কোথা থেকে। সোনামুখী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বামাচরণ গড়াই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'বৃহস্পতিবার মিছিল হয়েছে আমার কাছে কোন খবর ছিল না। ওই মিছিলে জেলার এবং ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ কাউকেই আমন্ত্রণ করা হয়নি এবং এদিনের মিছিল রাজ্য ও জেলার অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা তিনিও অস্বীকার করেন।'

তৃণমূল কংগ্রেসের এই ঘটনাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির দাবি, তৃণমূলের সর্বত্রই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। আর ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আগামী দিনেও থাকবে।

আজ থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীদের বাজারে জোগানে ঘাটতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আলুর দাম কমানোর ব্যাপারে লাগাতার সরকারি চাপের মুখে এবার লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিল প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। শনিবার বাঁকুড়ার জয়পুরের একটি বেসরকারি হোটেলে হিমঘর মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। আজ থেকে রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই কর্মবিরতি চলবে বলে জানিয়েছে আলু ব্যবসায়ী সমিতি। এই কর্মবিরতির জেরে আজ থেকেই রাজ্যের বাজারে আলুর জোগান কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বাজারে আলু, পেঁয়াজ সহ সবজির ঊর্ধ্বমুখী দাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেতেই আলু সহ সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে ময়দানে নামে কৃষি বিপণন দপ্তর, টাস্ক ফোর্স ও পুলিশ। অভিযোগ, এর পর থেকেই আলুর দাম কমানোর জন্য ব্যবসায়ীদের ওপর ক্রমাগত চাপ তৈরি করা হতে থাকে। একই সঙ্গে রাজ্যে আলুর দাম কমানোর জন্য ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের সীমানায় আটকে দেওয়া হচ্ছে আলুবোঝাই লরি। এভাবে চলতে থাকলে ব্যবসায়ী ও সংরক্ষণকারীরা লোকসানের মুখে পড়বে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে আজ থেকে এই কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির দাবি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা রেখেই এই কর্মবিরতি পালন করবেন রাজ্যের আলু ব্যবসায়ীরা।

শ্রমিকদের বকেয়া টাকা জাল চেকে, ঠিকাদার পলাতকে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া শিল্পতালুক এলাকার একটি বেসরকারি কারখানার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করার অভিযোগ। ঠিকাদার গত ৪৫ দিনে ৪০ জন শ্রমিকের বকেয়া বেতন নিয়ে পলাতক এমনটাই অভিযোগ শ্রমিকদের একাংশের। এ নিয়ে শনিবার জামুড়িয়া থানায় পৌঁছেছেন শ্রমিকরা।

এ বিষয়ে বিজয় শংকর নামে স্থানীয় এক দোকানদার জানান, তাঁর একটি হোটেল ও একটি রেশনের দোকান রয়েছে, যেখান থেকে ঠিকাদার নিজে রেশনের জিনিস নিয়েছেন এবং শ্রমিকদের জন্য সেই দোকান থেকে রেশনের জিনিস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন ঘটনা এখন প্রকাশ্যে আসছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, এই ধরনের কুকীর্তি করে ঠিকাদার পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কাছে ১,২০,০০০ টাকার বেশি পাওনা রয়েছে শ্রমিকদের। শ্রমিকদের মোটা টাকার অর্থ নিয়ে ঠিকাদার পালিয়ে যাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থানায় আসেন শ্রমিকদের একাংশ। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক শ্রমিক জানান, ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোম্পানির পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক সঞ্জিত সিং জানান, তাঁরও ৪৫ দিনের টাকা বাকি আছে ১৮ তারিখে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঠিকাদার পালিয়ে গিয়েছেন, তাই তিনি থানায় এসেছেন তাঁর টাকা ফেরত পেতে। প্রায় ৪০ জন শ্রমিকের টাকা বকেয়া রয়েছে বলে জানান তিনি। কিছু শ্রমিকের অভিযোগ, ঠিকাদার তাঁদের জাল চেক দিয়ে প্রতারিত করেছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি কারখানার পক্ষ থেকে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

আলুর দাম বস্তা পিছু ৩০০ টাকা বাড়ায় চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জমি থেকে বিক্রি হওয়া ৭৫০ টাকার আলু কী ভাবে পৌঁছল ১০৫০ টাকায়? এবছর মাঠ থেকে আলু তোলার সময় কৃষকরা কেজি প্রতি ১৫ টাকা করে বিক্রি করেছিলেন। এক বস্তায় থাকে ৫০ কেজি আলু। অর্থাৎ এক বস্তার দাম ছিল ৭৫০ টাকা। আর বাজারে তিন মাস ধরে দাম ছিল ২০ থেকে ২৫ টাকা প্রতি কেজি।

কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, হিমঘরে সংরক্ষিত আলুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গত এপ্রিল মাসের শেষ থেকে সংরক্ষিত আলু বিক্রি শুরু হয়েছে। নতুন আলু ওঠার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বিক্রি হবে। বর্তমানে সংরক্ষিত আলু কৃষকরা বিক্রি করছেন ২২ টাকা প্রতি কেজি দরে, খুচরো বাজারে সেই আলুর দাম গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়। অর্থাৎ বস্তা পিছু দাম বেড়ে হচ্ছে ১০৫০ টাকা বা তারও বেশি। অর্থাৎ প্রায় ৩০০ টাকা করে দাম বাড়ছে বস্তা পিছু।

প্রশ্ন হল, মাঠ থেকে আলু তোলার পর বাজারে গিয়ে দাম কী ভাবে বেড়ে যায়? মাঠ থেকে আলু বিক্রি হল কেজি প্রতি ১৫ টাকা অর্থাৎ ৭৫০ টাকা প্রতি বস্তা। সেটা বেড়ে হয়ে গিয়েছে ১০৫০ টাকা। ৫০ কেজি আলুর বস্তা জমি থেকে হিমঘর পর্যন্ত পৌঁছতে খরচ হয় ৬৫ টাকা। হিমঘরের ভাড়া ৯১ টাকা। হিমঘর থেকে আলু বের করা ও বাছাই, ওজন সহ অন্যান্য খরচ হল ৩০ টাকা। আলু চাষের অনুকূল আবহাওয়া না থাকার কারণে এবার বস্তা পিছু আলুর পরিমাণ কমেছে প্রায় ৩ থেকে ১০ কেজি, যার মূল্য কমবেশি প্রায় ১৬৫ টাকা। কলকাতা সহ অন্যান্য বাজারে আলু পৌঁছতে গাড়ি ভাড়া লাগে ৬০ টাকা। ভ্যান ভাড়া লাগে ১৫ টাকা। অর্থাৎ জমি থেকে হিমঘর এবং হিমঘর থেকে খুচরো বাজার পর্যন্ত আলু পৌঁছতে মোট খরচ হয় ৪২৬ টাকা প্রতি বস্তা। সে হিসেবে বস্তা পিছু দাম হওয়া উচিত ছিল ১১৭৬ টাকা, অর্থাৎ কিলো প্রতি প্রায় ২৫ টাকা। কিন্তু বর্তমানে সংরক্ষিত আলু, ব্যবসায়ী ও কৃষকরা বিক্রি করছেন ১০৫০ টাকা প্রতি বস্তা হিসেবে। এক বস্তা (৫০ কেজি) আলুর দাম দাঁড়িয়েছে ১৪৭৬ টাকা। অর্থাৎ কিলো প্রতি প্রায় ৩০ টাকা। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে জমি থেকে বিক্রি হওয়া ৭৫০ টাকার আলু কী ভাবে ১০৫০ টাকায় পৌঁছল? কারা বাড়াল বস্তা পিছু ৩০০ টাকা দাম? কাদের পকেটে যাচ্ছে এই টাকা?

বাড়তি ৩০০ টাকা কি আদৌও পাচ্ছেন কৃষকরা? নাকি পুঁজিপতিদের পকেটে ঢুকছে বস্তা পিছু ৩০০ টাকা? হিমঘরের হিসেব অনুযায়ী, রাজ্যে প্রয়োজনীয় আলুর জোগানে নেই কোনও ঘাটতি। প্রতি বছর রাজ্যে ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়। আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে এবছর ফলন কমে দাঁড়িয়েছে ৭৫ থেকে ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। রাজ্যে খাওয়ার জন্য লাগে ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু। হিমঘরে মজুত করা হয়েছিল ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এপ্রিলের পর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত হিমঘরে মজুত থাকা আলু ৯ মাস ধরে খাওয়ার জন্য বের করা হয়। হিসেব অনুযায়ী, আগামী ৬ মাসে আলুর প্রয়োজন ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন আর হিমঘরে মজুত আছে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বাসের সংকট দূরীকরণে যাত্রী সুবিধার্থে মাইকিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে কর্মী সমর্থকরা যাওয়ার জন্য দু'দিন আগে থেকেই বাস তুলে নেওয়ার অভিযোগ। তবে শনিবার সকাল থেকে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে বিগত বছরের তুলনায় অনেক বাস দেখা যায়। যাত্রীদের সুবিধার্থে বাস মালিক ইউনিয়ন ও স্ট্যান্ডের পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ বাস চলাচলের বিষয়ে গুরুত্ব দেন। যাত্রীদের জন্যই বাস চলাচলের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের জন্য স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি বাসযাত্রীরা যাতে সহজে বাস পেতে পারেন, সেই জন্য লাগাতার মাইকিং করা হচ্ছে। এদিন সকাল থেকেই আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছু লোকাল বাস ও কিছু দূরপাল্লার বাসের দেখা যায় এবং বাস চলাচল শুরু হয়। তবে ২১ জুলাইয়ের জন্য বাসের সংখ্যা কম থাকায় কিছু মানুষের সমস্যা হচ্ছে। তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য আরামবাগ পুরসভার পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা লোকজন চেষ্টা চালাচ্ছেন। অধিকাংশ বাস তুলে নেওয়ায় বিরোধীরাও ক্ষোভ প্রকাশ করে। আসলে কলকাতায় রাজনৈতিক সমাবেশ মানেই রাস্তা থেকে বাস উধাও। তার ওপর যদি শাসকদলের হয় তা হলে তো কোনও আলোচনা ছাড়াই বাস রাজনৈতিক সমাবেশ যাওয়ার জন্য তুলে নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না বলে অভিযোগ বিরোধীদের। সবমিলিয়ে এই বছর অন্যান্য বাসস্ট্যান্ডে যেখানে বাস উধাও সেখানে আরামবাগ স্ট্যান্ডে বাস চলাচলের সংখ্যা অনেকটাই বেশি।

এই বিষয়ে বাসযাত্রী মনিরা খাতুন বলেন, 'বাস পাচ্ছি না বাড়ি যাব। এখানে কেউ কিছু গ্যারান্টি দিতে পারছেন না। একুশে জুলাই সমাবেশ আছে সেজন্য সব বাস তুলে নিয়েছে। তাই বাস দেখতে পাচ্ছি। আমরা ঘাটাল থেকে আরামবাগে এসেছিলাম। রোগী ভর্তি রয়েছে। এখন অপেক্ষা ছাড়া কোনও পথ নেই।' বাপ্পাদিত্য সাঁতরা বলেন, 'আমি বর্ধমান থেকে আরামবাগ এসেছি। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, বাস পাচ্ছি না। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য বাস কম চলছে। আমি আরামবাগ থেকে বিষ্ণুপুর যাব।'

আরামবাগ পুরসভার বাসস্ট্যান্ডের পার্কিং হোল্ডার তিতাস কুন্ডু বলেন, 'আমরা সমস্ত বাস চালু রেখেছি। বাস যাত্রীদের সুবিধার জন্য আমরা মাইকিং করছি। আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে এসে গেলে সমস্ত জায়গায় পৌঁছতে পারবে যাত্রীরা এটা বলতে পারি। পরীক্ষার্থীদের জন্য স্পেশাল গাড়িতে স্টিকার লাগিয়ে ছাড়ছি। অন্য জায়গায় বলতে পারব না কী হচ্ছে। বাস চলাচলের সংখ্যা আমাদের বাসস্ট্যান্ডে ঠিক আছে।

টেরাকোটার অভিনব রাখিতে জেলার ঐতিহ্য: টেরাকোটার অভিনব রাখির মধ্যে ফুটে উঠেছে বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্য। ফুটে উঠেছে জেলার পর্যটন কেন্দ্র। জল, জঙ্গল পাহাড় আর প্রাচীন ঐতিহ্যের জেলা বাঁকুড়া। জেলার হস্তশিল্পের মধ্যে প্রাচীনতম শিল্প টেরাকোটা। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প জগত বিখ্যাত। এবার টেরাকোটার এই শিল্পকলা অভিনব চমক টেরাকোটার রাখি। খাতড়া মহকুমা প্রশাসন ও বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে টেরাকোটার গ্রামে এখন তৈরি হচ্ছে টেরাকোটার রাখি। টেরাকোটার রাখির থিমে রয়েছে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর এবং বিষ্ণুপুর। পর্যটনের বিকাশ ও টেরাকোটা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এমনই ভাবনা শিল্পীদের। ভাতৃত্বের বন্ধনে এই রাখি ছড়িয়ে দেবে জেলার শিল্প ও সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে, মনে করছেন তাঁরা।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Applications are invited from eligible candidates of Citizen of India for filling up of vacant post (One Post) of Health Officer under Chakdaha Municipality purely on Contractual basis. For further information please visit Chakdaha Municipal office.

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেইল : sbi.14817@sbi.co.in

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে **ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস** এবং **একদিন** পত্রিকার ২০.০৭.২০২৪ সংস্করণে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে ঋণগ্রহীতার নাম **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : শ্রীমতি প্রীতি সাহা**, নিলামের তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪।
সংরক্ষিত মূল্য পড়তে হবে :
সম্পত্তি নং ১ : ১৪.৯২ লাখ টাকা
সম্পত্তি নং ২ : ৯.৩০ লাখ টাকা
সম্পত্তি নং ৩ : ৮.০৫ লাখ টাকা
এবং বায়না জমা পড়তে হবে :
সম্পত্তি নং ১ : ১,৪৯,২০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ : ৯৩,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ৩ : ৮০.৫০০.০০ টাকা
একদিন পত্রিকায় প্রকাশিত কিউআর কোডের উপরে সম্পত্তির অবস্থান, ফটোগ্রাফ, ভিডিও কলমের শিরোনাম তিনটি যা রিভার্স টেক্সট এ আছে তা যথাক্রমে **'সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধানের জন্য, সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধানের জন্য, সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধানের জন্য'** এর পরিবর্তে **'সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধানের জন্য, সম্পত্তি নং ২ অনুসন্ধানের জন্য, সম্পত্তি নং ৩ অনুসন্ধানের জন্য'** পড়তে হবে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ
রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২
ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)	১,৭৬৩.১৭	১,৩০২.০২	২৩,৯৬৭.৮৫	১,৭৬৭.১০	১,৩০৬.২১	২৩,৯৮৬.৪৬
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ববর্তী	১৩২.১২	৭.৪৭	৩২৯.২৪	১৩১.৩৬	৮.৪৯	৩২৯.৩৪
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য	৭৩.৫৯	৭.৪৭	৩২৯.২৪	৭২.৮৩	৮.৪৯	৩২৯.৩৪
মোট আনুপঙ্খিক আয় সময়কালের জন্য {লাভ/(ক্ষতি)	৩৬.৮৯	৫.৭৪	২৪১.০৯	৩৬.১৮	৬.৬১	২৪০.৮৯
করের পরে সময়ের জন্য এবং অন্যান্য আনুপঙ্খিক আয় করের পরে এর জন্য}	৯০০.৯১	৩৫৭.৬৪	১,১৬০.১২	৯০০.৫৪	৩৫৮.৬৯	১,১৫৪.৬৮
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৫৫৮,৫০	৫৫৮,৫০	৫৫৮,৫০	৫৫৮,৫০	৫৫৮,৫০	৫৫৮,৫০
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক) মৌলিক (₹)	০.৬৬	০.১০	৪.৩২	০.৬৫	০.১২	৪.৩১
খ) মিশ্রিত (₹)	০.৬৬	০.১০	৪.৩২	০.৬৫	০.১২	৪.৩১

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যার্টের সারাংশ। ত্রৈমাসিক/তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহ ((www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -এ।
২. পূর্বোক্ত সময়ের অর্থাঙ্ক পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে যেখানে প্রয়োজন।

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
(কিশোর শাহ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২০.০৭.২০২৪

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया | Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, ফোন নং - ০৩৩-৪০৬৫১৮১৪২

পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. বন্ধকদাতার নাম খ. অ্যাকাউন্ট নাম গ. শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. বকেয়া পরিমাণ ৩. দখলের তারিখ
১.	**ক) বন্ধকদাতা :** **শ্রী ভোলা বিশ্বাস** পিতা অমূল্য চরণ বিশ্বাস **খ) মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী : শ্রী ভোলা বিশ্বাস** পিতা অমূল্য চরণ বিশ্বাস) **গ) মধ্যমগ্রাম শাখা** (৫৫৭০০৫)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত তৌজি নং ১৪৬, মৌজা : গ্রাম পাটুলি, জেএল নং ৫৪,আরএস নং ২৯, ৩২, এলআর খতিয়ান নং ৪৮২, ২৭৭, দাগ নং ৬৩৮, থানা : বারাসত, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ২৫৫, পরগনা আনোয়ারপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বারাসত, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী ভোলা বিশ্বাস পিতা অমূল্য চরণ বিশ্বাস। **চৌহদ্দি (সমুদয় ৩ কাঠা ১৪ ছটাক)** উত্তরে : ১৪ ফুট পুর সড়ক; দক্ষিণে : অংশত দাগ নং ৬৩৮; পূর্বে : অংশত দাগ নং ৬৩৮; পশ্চিমে : ৪ ফুট এবং ৪ ফুট সমান সমান ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং ১৪ ফুট পুর সড়ক।	১. ০৯.০৫.২০২৪ ২. ৮,২৭,৫৫১.৩১ টাকা **(আট লাখ সাতাশ হাজার পাঁচশ একান্ন টাকা এবং একত্রিশ পয়সা)** (২৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী) এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ চুক্তি মোতাবেক হারে ঋণ তথ্যাদির নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক। ৩. ১৯.০৭.২০২৪

তারিখ : ২০.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেইল: sclinvestors@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com

৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সম্পর্কে তথ্য

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হল যে কোম্পানির ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০টায় আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") লেনদেনের সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে নোটিশ, ৫৬ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর") এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে ও তৎসহ পঠিত সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলার") দ্বারা জারি করা এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার") কর্তৃক জারিকৃত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ৫৬তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি ২০ জুলাই ২০২৪-এ সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল-আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এন্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপিএস") সাথে নথিভুক্ত। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com, বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com), ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") (www.evotingindia.com) এ পাওয়া যাবে। সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই ৬ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ১২ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত, উভয় দিনই বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত) এবং সেবি (এলওডিআর) এর প্রবিধান ৪৪ (সংশোধিত হিসাবে) এর ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা প্রদান করছে এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার বিষয়ে যার জন্য কোম্পানি সিডিএসএল-এর পরিষেবা কে নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ৮ আগস্ট, ২০২৪, সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) এ শুরু হবে এবং রবিবার, ১১ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৫.০০ টা (আইএসটি)এ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, যারা শেয়ার ধারণ করেন, হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ সোমবার, ৫ আগস্ট, ২০২৪, -এ তারা রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। এজিএম এ ই-ভোটিং মডিউলটি তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে/অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যে কোনো সদস্য যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।

যে ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএমে যোগদানের জন্য এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন শংসাপত্র পাওয়ার জন্য যেসকল সদস্যদের ই-মেইল আইডি ডিপিএস/আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয় তাদের নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবরণ এবং নথি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে-

১. শারীরিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - আপনাকে একটি বাতিল চেকের পাতা সহ আপনার ব্যাঙ্কারের দ্বারা সত্যায়িত ধারকদের স্বাক্ষর সহ যথাযথভাবে সম্পূর্ণ আইএসআর ১, আইএসআর ২ এবং মনোনয়নের পছন্দ (https//mdpl.in/form) পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড তাতে মুদ্রিত। চেকের পাতায় আপনার নাম ছাপা না থাকলে, আপনাকে আপনার পাস বই/ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক সত্যায়িত কপি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড দেখানো হয়। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে সদস্য ইমেল আরটিএ mdpldc@yahoo.com পাঠাতে পারেন।
২. ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।

কোম্পানিটি এজিএম চলাকালীন একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য শ্রী অঙ্কিত কুমার জাঙ্গিদ, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নং এফসিএস ১১২৮৫, সিপি- ১৬৩০০) কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।
স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.somanyceramics.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evotingindia.com) চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার পরপরই স্থাপন করা হবে।
আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, সহায়তা বিভাগের অধীনে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-এর সাথে যোগাযোগ করুন - ৪০০০১৩ (০২২-২৩০৫৮৫৪২/৪৩) তে।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৫ মে ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তার সভায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশের সুপারিশ করেছে ৩ টাকা প্রতি ২ টাকা ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আগামী ৫৬তম এজিএমে সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে। কোম্পানিটি সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য সদস্যদের লভ্যাংশ পাওয়ার এনটাইটেলমেন্ট নির্ধারণের জন্য 'রেকর্ড ডেট' হিসেবে সোমবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৪ নির্ধারণ করেছে। ৩১শে মার্চ, ২০২৪, যদি ৫৬তম এজিএম-এ অনুমোদিত হয়। বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ, যদি এজিএম-এ অনুমোদিত হয় তাহলে সেই সদস্যদের ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে প্রদান করা হবে
(ক) এই উদ্দেশ্যে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা সজ্জিত হিসাবে সোমবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত সুবিধাজনক মালিকদের তালিকায় যাদের নাম সুবিধাজনক মালিক হিসাবে উপস্থিত হয়েছে; এবং
(খ) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে যাদের নাম কোম্পানি বা আরটিএ-তে দায়ের করা বৈধ ট্রান্সমিশন বা স্থানান্তর অনুরোধগুলি কার্যকর করার পরে সদস্য হিসাবে উপস্থিত হয় মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড সোমবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে জানাতে পারেন।

বোর্ডের পক্ষে
সোমানি সিরামিকস লিমিটেডের জন্য
স্বা/-
(অমব্রিশ জুলকা)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : নয়ডা
তারিখ : ২০ জুলাই ২০২৪

ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে একই দিনে সিজারের পর অসুস্থ পাঁচ মহিলার মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: চুঁচুড়ার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতাল একই দিনে সিজার হওয়ার পর অসুস্থ পাঁচ মহিলা। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে কলকাতার একটি হাসপাতালে। তিনজনকে ভর্তি করা হয়েছে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে। অপর মহিলাকেও স্থানান্তরিত করা হয়েছে সিসিইউতে। কিন্তু কেন হঠাৎ পাঁচ মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লেন? কারণ খতিয়ে দেখতে জেলায় যাচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দল। চুঁচুড়ার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে হুগলি সহ আশপাশের জেলা থেকে বহু রোগী আসেন। গত সোমবার সিজারের পর পাঁচ মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের তড়িঘড়ি সিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বুধবার সেখানেই এক মহিলার মৃত্যু হয়। বাকি তিনজন হুগলির হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এসএসকেএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চুঁচুড়ার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি থাকা মহিলার শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর। কিন্তু সিজারের পর কী কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এই পাঁচ মহিলা? এই প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিজনরা। হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলি কর বলেন, 'যে চিকিৎসক সিজার করেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও মতামত দেবে এই প্রসঙ্গে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' চুঁচুড়ার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে পাঁচজন প্রসূতির সিজার হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। এই পাঁচজনের মধ্যে কারও ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা গিয়েছিল বলে জানান মৃগাঙ্ক মৌলি কর। এর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

হুগলির হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মহিলার আত্মীয় বলেন, 'গত সোমবার আমার ভাইয়ের স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিজারের পর সে সুস্থই ছিল। লিফট দিয়ে না উঠে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে উঠেছিল। রাতে আমাদের জানানো হয়, ওর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ।' তারপর ওকে সিসিইউতে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা ওকে কলকাতায় রেফার করে।' সেখানে রক্ত পরীক্ষায় কিডনির সমস্যা সামনে আসে বলে জানান তিনি।

রতুয়া এবং মানিকচকে গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার রতুয়া এবং মানিকচকে গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙন অব্যাহত। বর্ষার মরশুমে ভাঙনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়াতেই কয়েকশো পরিবার ইতিমধ্যে নিজেদের বাড়ির আসবাবপত্র সরিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আর এই পরিস্থিতিতে আরও একবার কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ জাহির করেছে রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর।

তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবছরই বর্ষার মরশুমে মালদায় গঙ্গা এবং ফুলহার নদীতে তীব্র ভাঙন হচ্ছে। অথচ কেন্দ্র সরকার একেবারেই হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। নেপাল, ভুটান, সিকিমে ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় ভাঙন এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জাতীয় নদীর খেতাব অনুযায়ী, গঙ্গার কাজ এতদিন তো কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ করে আসছিল। তাদের উদাসীনতার কারণে এখন কয়েক হাজার মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মালদার ভাঙন কবলিত এলাকায় জরুরিকালীন ভিত্তিতে কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর।

উল্লেখ্য, মানিকচক ব্লকের উত্তর চণ্ডীপুর, হীরানন্দপুর, গোপালপুর এলাকায় ব্যাপক হারে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা, বিলাইমারি, খাসমোহল এবং কান্তটোলা এলাকায় একই ভাবে গঙ্গা এবং ফুলহার নদীর ভাঙনে বহু পরিবার ভিটেমাটি হারিয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই নতুন করে ওইসব এলাকায় গঙ্গা এবং ফুলাহারের ভাঙন শুরু হওয়াতেই একশোরও বেশি পরিবার নিজেদের বাড়ির সামগ্রী সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। এমনকি বাড়ির ইট, টিন, টালি সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র সরিয়ে স্থায়ী আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি শুরু করেছেন অসংখ্য বাসিন্দারা। যদিও এই পরিস্থিতিতে উত্তর এবং দক্ষিণ মালদার দুই সাংসদকেও দেখা যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। মানিকচকের হীরানন্দপুর এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, লোকসভা ভোট আসতেই বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীরা এলাকায় এসে নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল। ভোট পেরিয়ে গিয়েছে, এখন শুরু হয়েছে ভাঙনের তাণ্ডব। একবারের জন্য সাংসদকে দেখা যায়নি। অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাঙন প্রতিরোধ না করলে গ্রামের অনেকটা অংশই তলিয়ে যাবে।

রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'প্রতি বছরই ভাঙন পরিস্থিতি যা তৈরি হচ্ছে মালদায়, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙন প্রতিরোধের জন্য কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেসব পয়েন্টে গঙ্গা ও ফুলহারের ভাঙন চলছে, সেখানে সেচ দপ্তর আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের কাজ করছে। তবে এই ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে স্থায়ী কাজের প্রয়োজন। এজন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। যা কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী নিজের উদ্যোগেই বিভিন্ন তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করেই মালদার ভাঙন প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মতোই কাজ চলছে।'

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর বলেন, 'ভাঙন নিয়ে রীতিমতো রাজনীতি করছে বিজেপি। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। যে পরিস্থিতি আজ তৈরি হয়েছে, সেক্ষেত্রে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসা উচিত ছিল। ওরা দীর্ঘদিন আগে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সেচ দপ্তর ভাঙন প্রতিরোধের কাজ চালাচ্ছে। এক্ষেত্রেও কেন্দ্র অর্থ দিচ্ছে না। তবে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ নিয়ে কোথাও কোনও রকম দুর্নীতির অভিযোগ নেই। যদি এরকম অভিযোগ হয়ে থাকে অবশ্যই বিষয়টি প্রশাসন তদারকি করে দেখবে।'

বাংলাদেশের অশান্তির প্রভাব পেট্রাপোল-ঘোজাডাঙা বন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বাংলাদেশে অশান্তির প্রভাব পড়ল উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা স্থলবন্দরে। বাড়ানো হল নিরাপত্তা। শনিবার সকালের পরেই দুই বন্দরের রপ্তানি বন্ধ। আমদানি চলছে ধীর গতিতে। ভারতে আসা যাত্রী সংখ্যাও কমেছে।

সম্প্রতি সংরক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে অশান্তির জেরে শনিবার সকালে ৩৫ ট্রাক রপ্তানি হওয়ার পরেই বন্ধ হল রপ্তানি। দুই বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া যাত্রীরা সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। শুধু তাই নয়, প্রভাব পড়েছে মুদ্রা বিনিময় ও যাত্রী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহন চলাচলেও। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এক ভারতীয় নাগরিকের দাবি, ঢাকা থেকে যানবাহন না থাকার কারণে অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে কোনওক্রমে এসেছেন পেট্রাপোলে।

পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সকালে রপ্তানি শুরু হওয়ার পরে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির সঙ্গে কথা বলে তা বন্ধ করা হয়েছে। যতক্ষণ অবস্থান পরিবর্তন না হচ্ছে, ততক্ষণ রপ্তানি বন্ধ থাকবে। বেনাপোলে ভারতের কিছু ট্রাক আছে। কিন্তু সেগুলি আনলোড হচ্ছে না। আপাতত ঠিক হয়েছে কিছু পচনশীল দ্রব্যের ট্রাক রপ্তানি করা হতে পারে। আমদানি চললেও তা ধীর গতিতে। দেবদুলাল মজুমদার সুপারেনটেনডেন্ট এক্সপোর্ট বলেন, এহঠাৎ করে বন্ধ রাখা হয়েছে বাংলাদেশে একটা সমস্যা চলছে, আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কী ভাবে এবং যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যা সমাধানের।'

হিলি ব্লকের তিওড়ে পালিত অরণ্য সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মহাসমারোহে হিলি ব্লকের তিওড়ে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ। উজ্জীবন সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এবং তিওড় সর্বেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অরণ্য সপ্তাহের শেষ দিনে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ ও বনমহোৎসব কর্মসূচি। এই কর্মসূচির এবছরের মূল স্লোগান হল 'বেশি করে নিম গাছ লাগান'। আগামী বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ও বালুরঘাট ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নিমগাছের চারা রোপণ করার জন্য সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে উজ্জীবন সোসাইটি সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থির হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হীরা ঘোষ ও শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়। এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষিকা সুলেখা চক্রবর্তী, এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী বঙ্গরত্ন বিশ্বনাথ লাহা, বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক শ্যামল চক্রবর্তী, শিক্ষক রবিন মণ্ডল, বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী শ্রুতি গোস্বামী, বিদ্যালয়ের সভাপতি অরুণ বর্মন সহ আরও অনেকে। তিওড় সর্বেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্রীগণ, এলাকার পরিবেশপ্রেমী ব্যক্তিবর্গ, উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরোজ দাস সহ সম্পাদক পরিমল মাহাতর উপস্থিতিতে বনমহোৎসব দারুণ ভাবে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রূপায়িত হয়। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য নিশিতা লাহা পরিবেশ দূষণ রুখতে একটি খুব সুন্দর আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

পুলিশি তৎপরতায় নাবালিকা ফিরল ঘরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: মানবিক পুলিশ। শহিদ দিবসের আগেই পুলিশের তৎপরতায় মা ফিরে পেল তার নাবালিকা মেয়েকে। স্কুলের পোশাক পরে মোহনপুরের কুন্ডু বাড়ি থেকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়া সিং বেরিয়েছিল ওয়াশলি হিন্দুস্থানি হাই স্কুলের উদ্দেশ্যে। ব্যারাকপুর ওয়াললেস মোড় থেকে ভুল বাসে উঠে পড়ায় স্কুলে না পৌঁছে সে চলে আসে বারাসতের হেলাবটতলায়। বাস থেকে নেমে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা দেখে সে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে। পথচলতি এক ব্যক্তি প্রিয়াকে কাঁদতে দেখে তাকে কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে পুরো বিষয়টি বললে তিনি ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে নাবালিকাকে নিয়ে যায়।

এরপরেই বারাসত থানা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নাবালিকার ঠিকানা জেনে মোহনপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখান থেকে প্রিয়ার মা মৌসম সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুই থানার পুলিশের উদ্যোগে অবশেষে মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁর মেয়েকে। মাকে ফিরে পেয়ে পুলিশ কাকুদের ধন্যবাদ জানায় প্রিয়া। সে বলে, 'তাড়াহুড়োয় ভুল বাসে উঠে পড়েছিলাম। বাস থেকে নেমে অপরিচিত জায়গা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আর বাবা-মায়ের কাছে ফিরতে পারব না। পুলিশ কাকুদের সাহায্যে মাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে।' প্রিয়ার মা মৌসমও পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পুলকার-গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পুলকার-গাড়ি এবং স্কুল বাসের পরিকাঠামো ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে একটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল শনিবার। বালুরঘাটে দিশারী ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এদিন সবমিলিয়ে প্রায় ৪০টি পুলকারের যান্ত্রিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, 'সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস' প্রভৃতির নানান বিষয় খতিয়ে দেখেন আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা। বালুরঘাট মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের পুলকারগুলির শনিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পুলকারগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে বলেই জানা গিয়েছে।

সিউড়ি ফকিরপাড়া সাথী যুবসংঘের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। শনিবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে প্রায় ৪০ জন রক্তদাতা এদিন রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিদ্যাসাগর সাউ।

২১ জুলাইয়ে যোগ দিতে বাঁকুড়ার সাংসদের নেতৃত্বে রওনা কর্মীদের: ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে শনিবার বিকেল থেকেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে শুরু করলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিকেলে বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁকুড়ার নবনির্বাচিত সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাসে চড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তৃণমূল কর্মীরা।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে নজরকাড়া সাফল্য পেয়েছে তারা। স্বাভাবিক ভাবে এবারের ২১ জুলাইকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে রয়েছে আলাদা উন্মাদনা। তৃণমূল কর্মীদের বাঁকুড়া জেলা থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ৪৫০টি বাসের আয়োজন করা হয়েছে। বাস ছাড়াও, ছোট গাড়ি এবং ট্রেনে চড়ে এবার জেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষ কলকাতার শহিদ সমাবেশে যোগ দেবেন বলে দাবি তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের।

শ্রীপুরে অবৈধ জলসংযোগ বিচ্ছিন্ন পিএইচই বিভাগের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শনিবার শ্রীপুর এলাকায় বাইপাসের কাছে পিএইচই বিভাগ কর্তৃক এলাকায় বেশ কয়েকটি জায়গায় বেআইনি জলসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হল। অভিযোগ, গত তিনদিন ধরে মূল পাইপলাইন থেকে অবৈধ সংযোগ নিয়েছে এলাকার বেশ কিছু মানুষ, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে পিএইচই বিভাগ।

শুধু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, বাড়িতেও অবৈধ ভাবে সংযোগ নিয়েছিল। শনিবার তাদের সকলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে পিএইচই বিভাগ। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এমএমআইসি দিব্যেন্দু ভগত জানান, যাঁরা বেআইনি ভাবে জলের সংযোগ নিয়েছেন তাঁদের জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। তা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হোক বা ব্যক্তিগত বাড়ি। কোথাও অবৈধ জলের সংযোগ থাকতে দেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। কারও জলের সংযোগের প্রয়োজন হলে তিনি পুর কর্পোরেশনে আবেদন করে জলের সংযোগ নিতে পারেন, কিন্তু আসানসোল পুরসভায় দাঁড়িয়ে জলসংযোগ চুরির এই পদ্ধতি বরদাস্ত করা হবে না।

কারখানা কর্তৃপক্ষ কথা না রাখার দাবি, প্রতিবাদে অবরোধ-ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: চাকরির প্রতিশ্রুতির কথা দিয়ে রাখেনি জামুড়িয়া শিল্পতালুক এলাকার একটি বেসরকারি কারখানা এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়া বিধান সবার হিজলগড়া পঞ্চায়েতের বীরকুলটি মোড় এলাকায়।

গ্রামের মানুষের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রামের ওপর দিয়ে কারখানার জন্য পাইপলাইন বসানোর সময় গ্রামের মানুষদের কথা দিয়েছিল এলাকার ৩৩ জনকে চাকরি দেওয়া হবে তাদের কারখানায়। কিন্তু ১৯ জনকে চাকরি দেওয়ার পর বাকি ১৪ জনকে আর চাকরি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বিক্ষোভরত গ্রামবাসীদের আরও দাবি, বাকি ১৪ জনের চাকরির ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই, কর্তৃপক্ষ নানান ভাবে টালবাহানা করছে। আর তারই প্রতিবাদে শনিবার বীরকুলটি মোড় এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, ১৯ জন চাকরি পেলেও বাকি ১৪ জন কেন চাকরি পাননি? তার উত্তর দিতে হবে কারখানা কর্তৃপক্ষকে। অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই মুহূর্তের মতো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বিপদ বুঝে দু'টি লাইনের মাঝে শুয়ে বাঁচলেন আরপিএফ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যান্ডেল: ব্যান্ডেলের রেল ইয়ার্ডে কর্মরত আরপিএফ কর্মী মিথিলেশ কুমার তিন-চারদিন আগে রুটিনমাফিক দূরপাল্লার একটি ট্রেনের নীচে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। মূলত রাতে যে ট্রেনগুলি আসে, সেগুলির কাপলিং ঠিক রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করছিলেন। যে ট্রেনটির নীচে পরীক্ষা করছিলেন, হঠাৎ সেই সময়ই এগোতে শুরু করে ট্রেনটি। ট্রেনের নীচে তল্লাশি চালানোর সময় ট্রেন চলতে শুরু করে। চলন্ত ট্রেনের নীচ থেকে বেরতে গেলে কাটা পড়বেন, তা বুঝে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। বুদ্ধিমত্তার জোরে তিনি দু'টি লাইনের মাঝে শুয়ে পড়েন। ট্রেন পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি বেরিয়ে আসেন। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে প্রাণ বাঁচলেও, গোটা ঘটনায় তিনি আতঙ্কিত। রেলের তরফে আপাতত তাঁকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

আদালতের নির্দেশে উত্তরপাড়ায় আবাসনের বেআইনি নির্মাণ ভাঙল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বেআইনি নির্মাণ সরকারি জমি দখল নিয়ে সরব হন। এরপরই গত ২৭ জুন উত্তরাপাড়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ড অমরেন্দ্র সরণী ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভদ্রকালী এলাকায় দু'টি আবাসনের একাংশ ভেঙে ফেলা হয় হাইকোর্টের নির্দেশে।

উত্তরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উত্তরপাড়া পুরসভা স্বচ্ছতায় এক নম্বর হয়েছে। সেই স্বচ্ছতার ভাবমূর্তি ধরে রাখতে বেআইনি কাজ বন্ধ করতে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে পুরসভা।' শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন, 'যখন বেআইনি নির্মাণ হয় তখন পুরসভা চোখ বুজে থাকে কেন। মানুষকে কেন বারবার আদালতে যেতে হবে।' উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হয়েছে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেও আমরা আদালতের নির্দেশ মানতে বাধ্য তাই সেই নির্দেশ পালন করা হয়েছে।' বিজেপির বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, 'যে কোনও বিষয়ে কিছু বলার আগে জানাটা জরুরি ওরা সেটা জানে না।'

আড়াই বছরের তিথির নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জাতীয় পতাকা, যে কোনও ধরনের ফুল, ফল, বিভিন্ন দেশের মানচিত্র এমনকি বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখালেই অনর্গল বলে দিতে পারে আড়াই বছরের শিশুকন্যা তিথি ঘোষ। এই মেধা দেখেই অবশেষে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল তিথির। ইতিমধ্যে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের খৈহাট্টা এলাকার বাসিন্দা শিশুকন্যা তিথির বাড়িতে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের পুরস্কারও অনলাইনের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিথির এমন প্রতিভার কথা জানতে পেরে রীতিমতো হতবাক পাড়া-প্রতিবেশীরাও।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের খৈহাট্টা এলাকায় তিথির বাড়ি। তার বাবা রনি ঘোষ পেশায় ব্যবসায়ী। মালদা শহরের নেতাজি মার্কেটে তাঁর দোকান রয়েছে। মা কাজরী ঘোষ গৃহবধূ। সম্প্রতি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের তরফে দেশজুড়ে ট্যালেন্ট সার্চ হয়েছিল। গত ১৪ জুন অনলাইনে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় তিথি।

প্রতিযোগিতায় তাকে ন' ধরনের প্রশ্ন করা হয়। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম, ফুল, পশু, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফুল, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির নাম ইত্যাদি। প্রতিটিরই সঠিক উত্তর দেয় তিথি। গত ৫ জুলাই রনিবাবুকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের তরফে জানানো হয়, তাঁর মেয়ে প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। তার নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে উঠেছে। ইতিমধ্যে পার্সেলের মাধ্যমে নিজের পুরস্কারও পেয়ে গিয়েছে তিথি।

ওই শিশুকন্যার বাবা রনি ঘোষ জানিয়েছেন, 'প্রথমে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তরদানের ভিডিও ছবি দিয়ে মেয়ের নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে পাঠায়। ওই ভিডিও দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খুশি হয়। এরপর তারা আবার মেয়ের পরীক্ষা নেয়। মেয়ে কী কী পারে তা জানতে ফের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবার ওকে পাঁচটি দেশ, ফল, খেলার নাম বলতে বলা হয়। মেয়েকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মাসের নাম, সপ্তাহের নামও জিজ্ঞেস করা হয়। সেই পরীক্ষায় মেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এর ১৫ দিন পর মেয়ে তার উপহার, মেডেল সব পেয়ে গিয়েছে। মেয়ের এই সাফল্যে আমরা খুব খুশি।' গৃহবধূ কাজলীদেবী জানিয়েছেন, 'মেয়েকে প্রথমে ন' ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যার মধ্যে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা, ফল, ফুল, পশু, মানচিত্র এগুলি ছিল। ও প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছে। তার কিছুদিন পর ওর মেডেল, শংসাপত্র সহ উপহারসামগ্রী কোরিয়র সার্ভিসের মাধ্যমে হাতে পেয়েছি।' এত অল্প বয়সে এই জেলায় এখনও পর্যন্ত কেউ এই সম্মান না পায়নি বলেও দাবি করেছেন শিশুকন্যা তিথির পরিবার।

বাজেট অধিবেশনে স্লোগান ও সমালোচনা নিয়ে নির্দেশিকা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সংসদের ভিতরে বা বাইরে 'বন্দে মাতরম', 'জয় হিন্দে'র মতো স্লোগান দেওয়া চলবে না। সমালোচনা করা যাবে না চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের আসনাধীন ব্যক্তির সিদ্ধান্তের। বাজেট অধিবেশন শুরুর একদিন আগে ফের স্পষ্ট করে দিল কেন্দ্র। রাজ্যসভার সচিবালয়ের তরফ থেকে শনিবার এক বিবৃতিতে আসন্ন অধিবেশনে সাংসদদের কী কী করণীয়, সেটার নিয়মাবলি তৈরি করা হয়েছে। তাতেই ওই নির্দেশগুলির কথা বলা হয়েছে।

রাজ্যসভার সচিবালয় বলছে, কোনও অবস্থাতেই সংসদের ভিতরে বা বাইরে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যানের কোনও সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা যাবে না। শুধু তাই নয়, সদনে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ স্যার, এই ধরনের শব্দও বলা যাবে না। কোনওরকম ছবি, প্রতীক রাজ্যসভায় প্রদর্শন করা চলবে না। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আগেই দেওয়া হয়েছিল। ফের অধিবেশনের আগে সাংসদদের তাঁদের কর্তব্য মনে করিয়ে দেওয়া হল।

বিরোধীদের কটাক্ষ, কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি বিরোধী কণ্ঠকে হত্যা করতে চাইছে। তাই সংসদের উচ্চকক্ষে সমালোচনা নিষিদ্ধ করছে। রাজ্যসভায় দেশাত্মবোধক স্লোগান 'জয় হিন্দ', 'বন্দেমাতরম'-এ না করছে শাসকদল। অথচ সংসদে বিজেপি সাংসদেরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন। তা নিষিদ্ধ করা হল না কেন, প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলি।

সোমবার থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বাজেট অধিবেশন তপ্ত হতে চলেছে প্রথম দিন থেকেই। একদিকে লোকসভার ডেপুটি স্পিকারের পদের দাবিতে অনড় ইন্ডিয়া ব্লক, অন্যদিকে সরকারপক্ষ বিরোধীদের এই দাবি মেনে নিতে নারাজ। যা নিয়ে টানাপোড়েন অষ্টদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন থেকেই শুরু হয়েছিল, এবারে সেই সংঘাত বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

লাগাতার বৃষ্টিতে এখনও বানভাসি বাণিজ্যনগরী

মুম্বই, ২০ জুলাই: বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না মুম্বইয়ের। গত কয়েক সপ্তাহের লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। বাজার থেকে রেললাইন, সাবওয়ে থেকে সড়কপথ, উপকূল থেকে বিমানবন্দর; জল থইথই সবই। অবিরাম বৃষ্টিতে নিত্য দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

শুক্রবার অন্ধেরী সাবওয়ে আবার জলমগ্ন হয়ে পড়ায় প্রবল যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে শুক্রবার এই পথে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যান চলাচল। এস ভি রোড দিয়ে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। জল নেমে যাওয়ার পর বিকালের দিকে সাবওয়ে খুলে দেওয়া হয়। তাতে যানজট সামান্য কমলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। একই রকম জল থইথই অবস্থা মুম্বই বিমানবন্দরেরও।

শুক্রবার ৭৮ মিলিমিটার বৃষ্টির পর শনিবার সকাল থেকে ফের ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয় মধ্য মুম্বইয়ে। পূর্ব ও পশ্চিম মুম্বইয়ে বৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ৫৭ ও ৬৭ মিলিমিটার। উত্তাল আরব সাগর। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টাতেও মুম্বই সংলগ্ন সাগরে ৪.২৪ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। বৃষ্টির জেরে প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও। জলে ডুবে রয়েছে একাধিক রেললাইন। জোয়ারের জল ঢুকে পড়েছে চুনাভট্টি ট্র্যাকে। ফলে সেন্ট্রাল, ওয়েস্টার্ন এবং হারবার লাইনে দেরিতে চলছে একাধিক ট্রেন। এ ছাড়া, সময়সূচি বদলাতে হয়েছে দূরপাল্লার বেশ কিছু ট্রেনের।

গত বেশ কিছু দিন ধরেই ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মুম্বইয়ের বেশির ভাগ অঞ্চল। কিন্তু বৃষ্টির হাত থেকে যে আপাতত কোনও নিস্তার নেই, তা জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বরং বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই চিন্তা বেড়েছে মুম্বইবাসীর। এমনিতে বেশির ভাগ এলাকায় জল নামেনি, তার মধ্যে আবার ভারী বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় ত্রস্ত তাঁরা। মুম্বই এবং থানে; এই দুই জেলায় আগে থেকেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল। গত সপ্তাহে মধ্য মহারাষ্ট্রে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছিল মৌসম ভবন। চলতি সপ্তাহের শেষেও তা জারি রইল। আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য ঠানেতে কমলা সতর্কতা এবং মুম্বই এবং পালঘরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পড়ুয়াদের ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে নাগপুরে এক দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর পাশাপাশি, জলোচ্ছ্বাসের কারণে আপাতত শহরবাসীকে সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুম্বই এবং থানে ছাড়াও বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে রায়গড়, রত্নগিরি, সিন্ধুদুর্গ জেলা এবং কোঙ্কণ উপকূল অঞ্চলেও।

কম্বোডিয়া থেকে ভারতে ফেরার অপেক্ষায় 'সাইবার ক্রীতদাসেরা'

নম পেন, ২০ জুলাই: ১৪ জন ভারতীয় 'সাইবার ক্রীতদাস'কে প্রতারকদের কবল থেকে উদ্ধার করছে কম্বোডিয়া পুলিশ। যদিও এখনও দেশে ফিরতে পারেননি তাঁরা। ভারতে ফেরার জন্য সে দেশের ভারতীয় দূতাবাসের কাছে আবেদন করেছেন। সবুজ সঙ্কেত মিললেই তাঁরা চলে আসবেন ভারতে।

মাস কয়েক ধরেই খবরের শিরোনামে কম্বোডিয়াতে কাজ করতে যাওয়া পাঁচ হাজারের বেশি ভারতীয়। নরেন্দ্র মোদি সরকার সেই সব ভারতীয়কে দেশে ফেরানোর বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ২৫০ জন ভারতীয়কে দেশে ফেরায় কেন্দ্র। তার পরই অনেক ভারতীয় কম্বোডিয়া থেকে দেশে ফেরার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। সম্প্রতি ১৪ জন ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

এই ১৪ জনের মধ্যে বেশির ভাগই উত্তরপ্রদেশে এবং বিহারের বাসিন্দা। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কম্বোডিয়ার স্থানীয় পুলিশ তাঁদের প্রতারকদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে। বর্তমানে তাঁরা রয়েছেন একটি এনজিওতে। সেখান থেকেই ভারতে ফেরার জন্য মোদি সরকারের কাছে আবেদন করেন তাঁরা। কম্বোডিয়াতে প্রতারকদের জাল অনেক বিস্তৃত। মোটা বেতনের চাকরির টোপ দিয়ে অন্যান্য দেশের নাগরিকদের কম্বোডিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর তাঁদের জোর করে সাইবার প্রতারণার কাজে নিযুক্ত করা হয়। সেই চক্র বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের কাজই হল বিভিন্ন দেশ থেকে লোক জোগাড় করে কম্বোডিয়ায় পাঠানো।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, কম্বোডিয়ায় পৌঁছনো মাত্রই চাকরির খোঁজে আসা মানুষদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয় পাসপোর্ট। তার পরই তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ করানো হয়। প্রতি দিন বেঁধে দেওয়া হয় কাজের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলে চলে অত্যাচার। ছুটি তো মেলেই না, উল্টে খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। দিনে ১২ ঘণ্টা তো কাজ করতেই হয়, না হলে নিস্তার নেই। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় বিশ্বে। ভারতের গোয়েন্দারা খোঁজ নিতে শুরু করেন এ দেশে কোথায় কোথায় এই চক্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে চলতি বছরেই আট জনকে গ্রেপ্তার করেছিল ওড়িশার রৌরকেলার পুলিশ। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, গত বছর ডিসেম্বরে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ এক অফিসার অভিযোগ করেন, তাঁর থেকে সাইবার প্রতারণা করে ৭০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই চক্রের হদিস মিলেছে বলে দাবি পুলিশের।

জম্মুতে হামলার নেপথ্যে রয়েছে আফগানিস্তানের এসএসজি কম্যান্ডার

শ্রীনগর, ২০ জুলাই: সাম্প্রতিককালে একের পর এক জঙ্গি হানায় রক্তাক্ত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। শহিদ হয়েছেন সেনা জওয়ানরা। এর পিছনে রয়েছে পাকিস্তান সেনার প্রাক্তন অফিসারদের প্রত্যক্ষ মদত। সাম্প্রতিক গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের এলিট কমান্ডো বাহিনী 'স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপ'-এর প্রাক্তন অফিসারেরা জঙ্গিদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। শেখানো হচ্ছে গেরিলা হানার কৌশল। সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র নিয়েও বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

গোয়েন্দা রিপোর্ট জানা গিয়েছে, এগুলির বেশির ভাগই ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ফেলে যাওয়া আমেরিকার সেনার অস্ত্র। চলতি জুলাই মাসে জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়ায় নিহত জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকায় তৈরি এমৎ কার্বাইন। পাকিস্তানের এলিট কমান্ডো বাহিনী 'স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপ'-এর প্রাক্তন অফিসারেরাই আমেরিকার ফেলে যাওয়া অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে জঙ্গিদের। সেনার বক্তব্য, ২০২১ সালে আমেরিকা যে সব বুলেট আফগানিস্তানে ফেলে এসেছিল, সেগুলিই পুঞ্চ হামলায় ব্যবহৃত হয়েছে। রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে, সেনা এবং আধাসেনার হতাহতের সংখ্যা কেন বাড়ছে।

২০২১ সালে আফগানিস্তানে ব্যবহৃত আমেরিকান বুলেট বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ভেদ করতে সক্ষম। গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা গিয়েছে, আমেরিকার অস্ত্রের একাংশ লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ, কাশ্মীর টাইগার্সের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে ভূস্বর্গে একাধিক সেনা অভিযানে, নাশকতার ঘটনায় জঙ্গিদের যেমন মৃত্যু হয়েছে, তেমনই প্রাণ গিয়েছে 'দেশপ্রেমের দিনমজুর' সেনাকর্মীদের। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩২ মাসে শহিদ হয়েছেন ৪৮ জন জওয়ান।

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Name of Work:- Construction of the Proposed ULA Market at Rail Bazar of Ward No. 03 under Birnagar Municipality, P.O. Birnagar, Dist. Nadia (Tender ID- 2024_MAD_ 717758_1)

Sl. No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/1e/2024-25 Memo No 329/PWD, Date-20-07-2024	20.07.2024 at 10.00am	13.08.2024 at 6.00 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no. :- i) WBZP/NGP/NIT-11/24-25, II)WBZP/NGP/NIT-12/24-25, III) WBZP/NGP/NIT-13/24-25, IV) WBZP/NGP/NIT-14/24-25, V) WBZP/NGP/NIT-15/24-25. Date : 19/07/2024.** Fund : **15TH FC.** Bid submission start date: **20/07/2024 at 12 :30 PM.** Last date of Bid submission: **27/07/2024 up to 12:30 PM.** Date of opening: **29/07/2024 at 12:40 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 9 Nos. development work(s) vide **NIT No.: 281/KGP/2024 (Sl.- 01-09), Fund: 15th FC(UN-TIED), Date: 18.07.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **20.07.2024 at 09:00 AM.** Bid Submission Close Date (Online): **05.08.2024 up to 06:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **06.08.2024 up to 12:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **09.08.2024 at 09:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

স্ত্রীর সঙ্গে বাবা-মাকেও ক্ষতিপূরণ
ক্যাপ্টেন অংশুমান বিতর্কের মাঝেই সমাধান খুঁজল মধ্যপ্রদেশ সরকার

ভোপাল, ২০ জুলাই: কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও পুলিশকর্মীর মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের অর্থ তাঁর স্ত্রীর পাশাপাশি বাবা-মাও পাবেন। সম্প্রতি এমনটাই ঘোষণা করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তাঁর সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নিয়ম শুধু মধ্যপ্রদেশের পুলিশ বিভাগের জন্যই প্রযোজ্য হবে। কিছু দিন আগে ভারতীয় সেনায় কর্মরত ক্যাপ্টেন অংশুমান সিংয়ের মরণোত্তর সম্মান 'কীর্তি চক্র' নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। ক্যাপ্টেনের বাবা-মা দাবি করেছিলেন, 'কীর্তি চক্র' নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন তাঁদের পুত্রবধূ। সেনার 'নেক্সট অফ কিন' নীতি বদলের দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা। এর মাঝে মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও পুলিশকর্মীর মৃত্যু হলে সরকারের তরফে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে তাঁর পরিবার। এত দিন পুলিশকর্মী বিবাহিত হলে সেই অর্থ পেতেন তাঁর স্ত্রী। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, মৃত্যুর পরের ক্ষতিপূরণের অর্থ স্ত্রী এবং ওই পুলিশকর্মীর বাবা-মায়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। অর্থাৎ, স্ত্রী পাবেন ৫০ লক্ষ টাকা এবং বাবা-মা পাবেন ৫০ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত, সেনার মেডিক্যাল সার্ভিসের অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন অংশুমান। ২০২৩ সালের ১৯ জুলাই সিয়াচেনে সেনাশিবিরের গোলাবারুদ রাখার ঘরে আগুন ধরে গিয়েছিল। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল অংশুমানের। মৃত্যুর আগে চার থেকে পাঁচ জনের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন তিনি। গত ৫ জুলাই তাঁর মরণোত্তর সম্মান 'কীর্তি চক্র' তুলে দেওয়া হয়েছিল অংশুমানের মা এবং স্ত্রীর হাতে। মাত্র পাঁচ মাস আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তার পরেই বদলি হয় সিয়াচেনে। ক্যাপ্টেনের স্ত্রী এবং মায়ের হাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্মান তুলে দিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের কয়েক দিন পরেই ক্যাপ্টেনের বাবা এবং মা দাবি করেন, তাঁদের পুত্রবধূ 'কীর্তি চক্র' নিজের সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। সরকারি খতিয়ানে পাল্টে নিয়েছেন নিজের ঠিকানাও। পুত্রের পোশাক, যাবতীয় নথিও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। পুত্রের ছবি ছাড়া কিছুই তাঁদের কাছে নেই বলে জানান সন্তানহারা দম্পতি। ক্যাপ্টেনের বাবা রবিপ্রতাপ সিং বলেন, 'ভারতীয় সেনায় 'নেক্সট অফ কিন'-এর যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে বদল আনা উচিত।

ট্রেনি আমলা পূজার মায়ের বাড়িতে পুলিশি অভিযান
বাজেয়াপ্ত বন্দুক ও গুলি

পুনে, ২০ জুলাই: এক কৃষককে বন্দুক উঁচিয়ে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ট্রেনি আইএএস পূজার খেদকারের মা মনোরমা খেদকারকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এবার তাঁর বাংলোয় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও তিনটি বুলেট বাজেয়াপ্ত করল পুনে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি এই বন্দুক দেখিয়েই কৃষককে হুমকি দিয়েছিলেন মনোরমা। যে ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কন্যার কীর্তি নিয়ে দেশজুড়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে ঠিক সেই সময়ে প্রকাশ্যে এসেছে পূজার মায়ের বিতর্কিত ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বন্দুক উঁচিয়ে মহারাষ্ট্রের এক কৃষককে হুমকি দিচ্ছেন মনোরমা খেদকার। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি ফাঁকা জমিতে জেসিবি দাঁড় করানো। সেখানে দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে এক কৃষককে শাসাচ্ছেন মনোরমা। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ওই ব্যক্তিকে হুমকিও দিচ্ছেন। একটা সময় বচসার মাঝে পকেট থেকে একটি বন্দুক বার করে তেড়ে আসতেও দেখা যায়। দাবি করা হয়, ওই কৃষকের জমি জবরদখল করার চেষ্টা করছিলেন মনোরমা। কৃষক বাধা দেওয়ায় শাসানি দেওয়ার পাশাপাশি বন্দুক নিয়ে ভয় দেখানো হয়। ভিডিও ভাইরাল হতেই পূজার মায়ের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়। যার অন্যতম খুনের চেষ্টার অভিযোগ। গোটা ঘটনার তদন্তে নামে পুনে পুলিশ। এর পর গত বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। শনিবার মনোরমার বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বুলেট ছাড়া একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই গাড়িটিকেও দেখা গিয়েছিল ভাইরাল ভিডিয়োতে। সব মিলিয়ে মেয়ের পাশাপাশি চাপে মা মনোরমাও। উল্লেখ্য, পূজার মায়ের মতো তাঁর বাবার বিরুদ্ধেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। পূজার বাবা দিলীপ খেদকারকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে বার দুই তাঁকে সাসপেন্ড করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। পূজা নিজে এই মুহূর্তে অভিযোগে বিদ্ধ। এবার পুলিশের জালে ধরা তাঁর মা।

Chakdaha Municipality
NOTICE

Chakdaha Municipality invites Tender vide tender id **:02/CM/PWD/DEV/2024-25,Dt:-04.07.2024** for various works under Chakdaha Municipal area. For further information please visit Chakdaha Municipal office.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইসি_কেটিএ-১৯আর_ওটি-০৩_২৪-২৫, তারিখ ১৮.০৭.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কাঁচরাপাড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম এবং স্থান** ঃ ডেপুটি সিইই(ডব্লু)/কেপিএ অর্গানাইজেশন, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ের অধীনে ০১টি কামিনস নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিন মডেল-কেটিএ-১৯আর-এর সম্পূর্ণ আনুপূর্বিক পরীক্ষানিরীক্ষা এবং ০১টি টাওয়ার ওয়াগনে সেটির সূচনা। **কাজের আনুমানিক মূল্য** ঃ ৫৯,১৫,৯৪১.৩৩ টাকা (জিএসটি সমেত)। **প্রদেয় বায়না অর্থ** ঃ ১,১৮,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** ঃ শূন্য। **টেন্ডার নথি যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে** ঃ টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ১৮.০৭.২০২৪ থেকে ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত পাওয়া যাবে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ৬০ দিন (২ মাস)। **বিজ্ঞাপনের মেয়াদঃ** ১৮.০৭.২০২৪ থেকে ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **দরপ্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা** ঃ ২৫.০৭.২০২৪ থেকে ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** ঃ ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টেয়।
MISC-108/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in লিংকের অধীনে অ্যাক্সেস করা যাবে। লিংক www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/Supply অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক্যালি এরূপ ই-টেন্ডারের জন্য অফার জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, পাওয়ার জন্য ভেন্ডরগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/কন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১, **অফিসের ঠিকানাঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। **[ক] নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখঃ ১৬/০৭/২০২৪। ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না মূল্য জমা (টাকা); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপঃ **[১]; ৭৫২৪৪১৬৭;** ক্যাটেগরি নং টি/৯/০০৪৭ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯ এইচসি লোকোর জন্য ট্র্যাকশন লিংক/পুশ পুল রডের জন্য অ্যাডিশনাল সেফটি স্লিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৭২২.০০ সেট;** ০.০০ টাকা; **২৮/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [২]; ৭৫২৪৩৮২৭;** সিএলডব্লু ড্রইং নং. ১২০৯-০৯.৪৩৩-০১৯, অল্ট. ২ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯ এইচ-এর জন্য ডোর ক্যাচ অ্যাসেম্বলী (সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী এক সেটে রয়েছে ৬টি আইটেম) [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৯০৯.০০ সেট;** ০.০০ টাকা; **০৯/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [৩]; ৭৫২৪৩৭৪৬;** আরডিএসও ড্রইং নং.ঃ এসকেইএল-৪৯৯৩ অল্ট.-০, এসকেইএল-৪৯৯৮ অল্ট.-০, এসকেইএল-৪৯৯৯ অল্ট.-১, এসকেইএল-৫০০০ অল্ট.-০, এসকেইএল-৫০০১ অল্ট.-০, এসকেইএল-৫০০২ অল্ট.-১ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য মডিফায়েড হ্যান্ড ব্রেক অ্যাসেম্বলী [গিয়ার টাইপ]। [সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী ০১ (এক) সেটে রয়েছে ০৬ (ছয়)টি আইটেম] [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **২৫৩.০০ টি;** ০.০০ টাকা; **১২/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [৪]; ৭৫২৪৪১৬৩;** ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য হ্যান্ড ব্রেক অ্যারেঞ্জমেন্ট ও হুকের জন্য অ্যাক্সেসরীজের সেট, ক্যাটেগরি নং. আর/৯/০১৫০, ড্রইং/স্পেসি নং. – সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৮৯১.০০ সেট;** ০.০০ টাকা; **১৯/০৯/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [৫]; ৭৫২৪৩৭৭২;** ড্রইং নং.ঃ ১২০৯-০১.৩১৫-০২০ অল্ট.-৩ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য গ্রেডেড বোল্ট। [সংলগ্ন সেট বিবরণ] [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস]; **৮৯৯.০০ সেট;** ৮৫৬৯০.০০ টাকা; **০৫/০৯/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [৬]; ৭৫২৪৩৮২৪;** (i) স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/ ৩/০০২৯ অল্ট. ১০ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য এস.এস. টিউব ডায়া ১০ মিমি ও/ডি × ১ মিমি ডব্লু.টি. × ৬ মিটার লম্বা (ওজন/মিটার = ০.২২ কেজি)। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস], (ii) স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/০০২৯ অল্ট. ১০ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য এস.এস. টিউব ও/ডি ৩৮.১ মিমি (১ ১/২") × ৩.৪০৪ মিমি ডব্লু.টি. × ৬ মিটার লম্বা (ওজন/মিটার = ২.৯৩ কেজি)। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস], (iii) স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/০০২৯ অল্ট. ১০ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য এস.এস. টিউব ও/ডি ২৫.৪ মিমি (১") × ২.১০৮ মিমি ডব্লু.টি. × ৬ মিটার লম্বা (ওজন/মিটার = ১.২২ কেজি)। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস], (iv) স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/ ০০২৯ অল্ট. ১০ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য এস.এস. টিউব ও/ডি ১২.৭ মিমি (১/২") × ০.৮৮৯ মিমি ডব্লু.টি. × ৬ মিটার লম্বা (ওজন/মিটার = ০.২৬ কেজি)। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস],; **(i) ২৮০৯২.০০ মিটার, (ii) ২৪৫৩৪.০০ মিটার, (iii) ৪৫৯৫৮.০০ মিটার, (iv) ৩৫০০.০০মিটার;** ২০০০০০০.০০ টাকা; **২০/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [খ] নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখঃ ১৮/০৭/২০২৪। ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না মূল্য জমা (টাকা); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপঃ **[১]; ৭৫২৪৩৭২১;** সিকাফ্লেক্স ২৫২, স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/এমএস/০৩/১৫১ অল্ট. বি। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ১২০ মাস]; **৮৩৪.৫৬ লিটার;** ০.০০ টাকা; **১৬/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [২]; ৭৫২৪৩৭৭৯;** ড্রইং নং. ১২০৯-০১.৩১২-১৬০ অল্ট.-১ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯ এইচসি-র জন্য টিউব। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারির তারিখের পরে ৭২ মাস]; **৫৫.০০টি;** ০.০০ টাকা; **১০/০৯/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।**

PR3-539 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়

লখনউ, ২০ জুলাই: বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদের কনভয়। উত্তরপ্রদেশের পিলিভিট জেলায় এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে মন্ত্রীর গাড়ির-সহ কনভয়ের অন্যান্য গাড়িগুলি। দুর্ঘটনার তিব্রতা এতটাই ছিল যে মন্ত্রীর গাড়ির সামনের ও পিছনের অংশ কার্যত ব্যাপকভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়। যদি এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

জানা গিয়েছে, শনিবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র পিলিভিটে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ। সেখানে মঝৌলা থেকে বহেরবা গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল মন্ত্রীর কনভয়। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় হঠাৎ কোনও কারণে কনভয়ের সামনে থাকা এমারজেন্সি ব্রেক কষে। যার জেরে পিছনের গাড়ি গুলি একে ওপরের পিছনে ধাক্কা মারে। কনভয়ের মাঝে ছিল জিতিনের গাড়ি। সেই গাড়ি ধাক্কা মারে সামনের গাড়িকে। পিছনে থাকা গাড়িটি আবার মন্ত্রীর গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জিতিনের গাড়িটি। ওই অবস্থায় অন্য একটি গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মন্ত্রী-সহ ভিভিআইপিদের।

জানা গিয়েছে, ওই কনভয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সঞ্জীব প্রতাপ সিং, এমএলসি সুধীর গুপ্তা এবং বড়খেড়ার বিধায়ক প্রবক্তানন্দ। এই দুর্ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত বিজেপির এই শীর্ষ নেতৃত্বরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কেন কনভয়ের সামনে থাকা গাড়িটি হঠাৎ ওইভাবে ব্রেক কষল তা জানার চেষ্টা চলছে।

আনোয়ারকে নিয়ে বিতর্ক, মোহনবাগান থেকে পুরো বেতন পাননি ডিফেন্ডার?

নিজস্ব প্রতিনিধি: আনোয়ার আলিকে নিয়ে বিতর্ক থামছেই না। মোহনবাগানে খেলা ডিফেন্ডারকে সই করাতে ঝাঁপিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে আনোয়ারকে নিয়ে এ বার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি (পিএসসি)। এর মাঝেই নতুন তথ্য প্রকাশ্যে এল। জানা গিয়েছে, আনোয়ারের বেতন থেকে 'অবৈধ ভাবে' ২৭.৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে তাঁর আসল ক্লাব দিল্লি এফসি। যদিও সেই ক্লাবের কর্ণধার রঞ্জিত বজাজ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ইংরেজি ওয়েবসাইট 'খেল নাউ'-এর দাবি, ২০২১-এর মে মাসে আনোয়ার দিল্লির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি সই করেন। ২০২২-এর ১ জানুয়ারি ১৮ মাসের লোনে দিল্লি থেকে এফসি গোয়া দলে যোগ দেন। সেই ক্লাবে ভাল খেলার সুবাদে ভারতের হয়ে অভিষেকও হয়। ২০২৩-এর ১ জুন মোহনবাগানে চার বছরের লোনে সই করেন আনোয়ার। লোনের চুক্তি অনুযায়ী, আনোয়ারকে নিতে ১১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা মোহনবাগানের। যে হেতু লোনের চুক্তি আইএসএলের 'স্যালারি ক্যাপ'-এর অন্তর্গত নয়, তাই যে কোনও ক্লাবের কাছেই এ ধরনের চুক্তি সুবিধার।

'খেল নাউ'-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, লোনের চুক্তি বাবদ শুরুতেই দিল্লিকে দু'কোটি টাকা দিয়েছিল মোহনবাগান। চার বছরের চুক্তির প্রথম বছরে আনোয়ার পেতেন ১.৫ কোটি টাকা এবং বাকি তিন বছর পেতেন ২.৫ কোটি টাকা করে। প্রথম বছরে মোহনবাগানের থেকে প্রতি মাসে ১৫ লক্ষ টাকা করে পাওয়ার কথা ছিল আনোয়ারের। সেই টাকা পাওয়ার কথা ছিল দিল্লি এফসি মারফত। কিন্তু দিল্লি এফসি-র মালিক যারা, জেব্বোই ফেসিলিটি ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেডের তরফে আনোয়ারকে প্রতি মাসে ১৫ লক্ষ টাকার বদলে ১২.২৫ লক্ষ টাকা করে দিয়েছে। ফলে গোটা বছরে আনোয়ার ২৭.৫ লক্ষ টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দিল্লি যে হেতু লোনের শুরুতেই দু'কোটি টাকা পেয়েছে, তাই চুক্তি অনুযায়ী আনোয়ারের মাসিক বেতন থেকে আর কিছু পাওয়ার কথা নয়।

'খেল নাউ'-এর দাবি, আনোয়ারকে পাকাপাকি সই করানোর জন্য দিল্লিকে ট্রান্সফার ফি হিসাবে তিন কোটি টাকা দিতে রাজি ইস্টবেঙ্গল। বেতন হিসাবে প্রতি বছর ৩.৫ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল আনোয়ারের।

দিল্লি কর্তা রঞ্জিত বজাজের দাবি, যে হেতু ফিফার নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনও ফুটবলার এক বছরের বেশি কোনও ক্লাবে লোনে থাকতে পারেন না, তাই মোহনবাগানের সঙ্গে আনোয়ারের চুক্তি শেষ হয়েছে। এখ ন তিনি পাকাপাকি ভাবে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে চান। পিএসসি-কে পাঠানো ইমেলেও আনোয়ার একই জিনিস জানিয়েছেন। যদিও মোহনবাগানের দাবি, ভারতীয় ফুটবলে ফিফার নতুন নিয়ম এখনও চালু হয়নি। তাই আনোয়ারের দাবি অপ্রাসঙ্গিক। রঞ্জিত অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এক্স হ্যান্ডলের (সাবেক টুইটার) একটি পোস্টে তাঁর দাবি, পুরো ব্যাপারটিও অসত্য এবং ভুলে ভরা। প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

অশান্ত বাংলাদেশ, অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইসিসি-র কপালে চিন্তার ভাঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশ অশান্ত। কবে সব ঠিক হবে তার কারওরই জানা নেই। রাজধানী ঢাকায় জারি হয়েছে কার্ফু। এই পরিস্থিতিতে সে দেশে অক্টোবরে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আইসিসি-র কপালে।

আইসিসি-র বোর্ডের এক সদস্য সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, অগোটা বিশ্বের যেখানে খেলা হচ্ছে সেখ ানকার পরিস্থিতি নজরে রাখার জন্য আমাদের নিজস্ব দল রয়েছে। তাই বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপরেও আমরা নজর রাখছি।দ যে হেতু এখ নও তিন মাসের কাছাকাছি সময় বাকি রয়েছে, তাই বিষয়টি নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে আইসিসি। তাদের আশা, তত দিনে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া সফলতম দল। তারা ছ'বার এই প্রতিযোগিতায় জিতেছে। গত বারও ট্রফি উঠেছিল অস্ট্রেলিয়ার হাতে। ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপ জিতেছে এক বার করে। ভারত এক বারও জেতেনি। তবে অনেক বারই তারা ট্রফি জেতার কাছাকাছি চলে এসেছিল। কিন্তু কাপ আর ঠোঁটের দূরত্ব এখনও থেকেই গিয়েছে। আপাতত ভারতীয় দল এশিয়া কাপ খেলতে ব্যস্ত, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবেই দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার থেকে বাংলাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। যার জেরে গোটা বিশ্বের থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দেশটি। সংরক্ষণ সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভের ঝাঁজ শুক্রবার আরও বেড়ে গিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি। বিরোধী বিএনপি এবং নিষিদ্ধ জামাতের সশস্ত্র কর্মীরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিশে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা সেনার 'বড় চ্যালেঞ্জ' বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইউনাইটেডের কাছে হার মহামেডানের, সুপার সিক্সের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ছে সাদা-কালো ব্রিগেড

মহামেডান ১ (মহিতোষ)
ইউনাইটেড স্পোর্টস ৩
(রোমিংথাঙ্গা, সুজল ২)

নিজস্ব প্রতিনিধি: সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে কলকাতা লিগ জমিয়ে দিল ইউনাইটেড স্পোর্টস। শনিবার মহামেডান মাঠে সাদা-কালো ব্রিগেডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল ইউনাইটেড। ফলে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল ইউনাইটেড।

দুই দলের সুপার সিক্স ভাগ্যই এই ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছিল। এই ম্যাচে নামার আগে পাঁচ ম্যাচ খেলে তিনটে জয় একটা ড্র ও একটিতে হার নিয়ে মহামেডানের সংগ্রহ ছিল ১০ পয়েন্ট। ইউনাইটেড পাঁচ ম্যাচে তিনটে জয় দুটো হেরেছিল। সুপার সিক্সের লড়াইয়ে ফিরতে হলে দুই শিবিরকেই এই ম্যাচে জয়ের জন্য ঝাঁপাতে হত। সেটাই করল দুই শিবির।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই সমানে সমানে লড়াই করছে দুই শিবির। কিন্তু প্রথমার্ধে কোনও দলই গোলমুখ খুলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় ইউনাইটেড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৭ মিনিটে রোমিংথাঙ্গার হেডারে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ৮১ মিনিটে দুর্দান্ত গোল করে ইউনাইটেডের সুজল মুন্ডা ব্যবধান বাড়ান। এর পর অবশ্য মহামেডানের মহিতোষ ব্যবধান কমান। সংযুক্ত সময়ে ফের সুজল মুন্ডার গোলে ব্যবধান বাড়ায় ইউনাইটেড।

এই জয়ের ফলে ইউনাইটেড স্পোর্টস পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠে এল। অর্থাৎ সুপার সিক্সে ওঠার দৌড়ে চলে এল। অন্যদিকে এদিনের হার মহামেডানের লড়াই আরও কঠিন করে দিল।

ঘোষিত হল নতুন কোচের নাম

আইএসএল জয়ী মানোলোতে ভরসা রাখল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঠিক হয়েছিল ভারতীয় কোনও কোচকে জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো বেছে নেওয়া হল এক বিদেশি কোচকেই। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার (এআইএফএফ) কার্যকরী সমিতি নতুন কোচ হিসাবে মানোলো মার্কুয়েসের নাম চূড়ান্ত করে ফেলল শনিবারই। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও হয়ে গেল এ দিনই। ক্লাব এবং দেশ, দু'জায়গাতেই কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। ভারত তথা বিশ্ব ফুটবলে এটা নজিরবিহীন ঘটনা হচ্ছে।

হায়দরাবাদের কোচ হিসাবে আইএসএল জিতেছিলেন মানোলো। গত মরসুমে তিনি যোগ দেন গোয়ায়। গোয়া এক সময় আইএসএল লিগ-শিল্ড জেতার দৌড়ে থাকলেও পর পর কয়েকটি ম্যাচ হেরে দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে। শেষ করে তৃতীয় স্থানে। এ বারও গোয়ার কোচের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। তবে এই মরসুমের পরেই গোয়ার সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে। তার পরে পুরোপুরি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেবেন। তবে কত দিনের চুক্তি হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেছেন, অমার্কুয়েসকে কোচ হিসাবে স্বাগত জানাই। এফসি গোয়ার কাছেও কৃতজ্ঞ। ওরা মার্কুয়েসকে ছাড়তে রাজি হয়েছে। আগামী দিনে মার্কুয়েস ভারতীয় ফুটবলকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবেন এই আশা রাখি । গোয়া এবং ভারতের কোচিং একসঙ্গে করতে মানোলোর যাতে অসুবিধা না হয় সেটি নিশ্চিত করবে এআইএফএফ।দ

মানোলো বলেছেন, ভারতের কোচ হতে পেরে সম্মানিত। আমার কাছে এই দেশ দ্বিতীয় বাড়ির মতোই। ভারতীয়দের সঙ্গে আত্মিক যোগ রয়েছে। প্রথম বার আসার পরেই সেটা বুঝতে পেরে যাই। লক্ষ লক্ষ সমর্থককে খুশি করাই আমার কাজ।

গম্ভীরের দাবি মানতে বাধ্য হল বোর্ড, দলে যোগ দিচ্ছেন কেকেআরের দুই সাপোর্ট স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টিম ইন্ডিয়ার নব্য হেডস্যর গৌতম গম্ভীরের সহকারী হিসেবে শ্রীলঙ্কায় দেখা যাবে অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন দুশখ াতেকে। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে গম্ভীরের সহকারীদের নাম ঘোষণা এখনও করা হয়নি। ক্রিকেট সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, ফিল্ডিং কোচ হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে থাকছেন টি দিলীপই।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিলীপ তাঁর কার্যকর ফিল্ডিং ড্রিলস এবং টিম বন্ডিং অনুশীলনের জন্য পরিচিত। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিষেক নায়ার ও দুশখাতের অগাধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। গত মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সে গম্ভীরের সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা।

রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার মর্নি মর্কেল বোলিং কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। বছর দুয়েক আগে লখনউ সুপার জায়ান্টসে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কাজ করেছেন মর্নি মর্কেল। দিলীপ ও নায়ার দলের সঙ্গে দ্রুতই যোগ দেবেন। কিন্তু দুশখাতে কবে যোগ দেবেন, সেটা অনিশ্চিত। লস এঞ্জেলস নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফ হিসেবে এখন কাজ করছেন দুশখাতে। কলম্বোয় সরাসরি তিনি যোগ দেবেন দলের সঙ্গে বলে জানা গিয়েছে। মর্নি মর্কেল কি ভারতীয় দলের বোলিং কোচ হবেন? বোর্ডের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনার পরই স্থির হবে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ কে হবেন।

গম্ভীরকে নিয়ে অভূতপূর্ব পরিকল্পনা বোর্ডের, সোমবার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেটে আগে যা কখনও হয়নি, নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে সেটাই করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কিলিয়ান এমবাপের রিয়াল মাদ্রিদে বা জিকসন সিংহের ইস্টবেঙ্গলে যেরকম আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হয়েছে, গম্ভীরকে নিয়েও সেরকম পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের। তবে জনসমক্ষে নয়, সাংবাদিকদের সামনে আত্মপ্রকাশ হবে জাতীয় দলের কোচ গম্ভীরের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় নতুন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গম্ভীরকে। কোচ হিসাবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজই তাঁর প্রথম। সেই সফরের জন্য দল নির্বাচনে চমক দিয়েছেন গম্ভীর। ২৭ জুলাই থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের সিরিজ শুরু। প্রথমে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। তার পরে তিনটি এক দিনের ম্যাচ।

দ্রাবিড়ের পরে গম্ভীরই যে ভারতীয় দলের কোচ হবেন সেই জল্পনা অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। গম্ভীরের মন্তব্য সেই জল্পনা বাড়িয়ে দেয়। এ বার মেন্টরের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন করেছেন গম্ভীর। তার পর থেকে কোচের দৌড়ে সকলের আগে ছিলেন তিনি। অবশেষে বিশ্বকাপের পরে গম্ভীরের নাম কোচ হিসাবে ঘোষণা করেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ।

আলোচনা না করেই কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত
টেকনিক্যাল কমিটি থেকে পদত্যাগ বাইচুংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় দলের কোচ নিয়োগ হল। অথচ, টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে কোনওরকম আলোচনাই করল না এআইএফএফ। ক্ষোভে টেকনিক্যাল কমিটি থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। বাইচুংয়ের প্রশ্ন, টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে যখন কোনও আলোচনাই করা হচ্ছে না, তাহলে সেই কমিটিতে থেকে কী লাভ?

জাতীয় দলের কোচ নিয়োগের মতো বড় সিদ্ধান্ত সাধারণত নেওয়া হয় ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে। কিন্তু তার আগে সে সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়া হয় টেকনিক্যাল কমিটিতে। এই কমিটিতেই আইএম বিজয়ন, বাইচুং ভুটিয়ার মতো কিংবদন্তিরা আছেন। সমস্যা হল, শনিবার এক্সিকিউটিভ কমিটিতে কোচ হিসাবে মানোলো মার্কেজের নাম জানিয়ে দেওয়া হলেও, তার আগে টেকনিক্যাল কমিটিতে কোনওরকম আলোচনাই করা হয়নি।

বাইচুং ভুটিয়ার ক্ষোভটা সেখানেই। তিনি জানাচ্ছেন, ফুটবল সম্পর্কিত এত বড় সিদ্ধান্ত। অথচ সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনই বোধ করল না ফেডারেশন। তাহলে এই কমিটিতে থেকে কী লাভ। বস্তুত, ফেডারেশনের এই কার্যপদ্ধতি বেশ ভালোমতোই ক্ষুব্ধ বাইচুং। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এই কমিটিতে আর থাকবেন না।

উল্লেখ্য, ইগর স্টিমাচ জমানার অবসানে এবার স্প্যানিশ যুগ শুরু হতে চলেছে ভারতীয় ফুটবলে। ভারতীয় ফুটবল দলের হেডস্যর হতে চলেছেন মানোলো মার্কেজ। ৩১ মে, ২০২৫ সাল পর্যন্ত এফসি গোয়ার সঙ্গে স্প্যানিশ কোচের চুক্তি রয়েছে। তার পর থেকে তিনি শুধু জাতীয় দলেরই দায়িত্ব পালন করবেন। তার আগে ক্লাব ও জাতীয় দলের কোচিং একসঙ্গে করাবেন বলেই সূত্রের খবর। মার্কেজকে কোচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইএফএফ-এর এক্সিকিউটিভ কমিটি।

কোপা জিতে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ, ফিফার তদন্তের মাঝে ফ্রান্সের কাছে ক্ষমা চাইল আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকা জিতলেও আর্জেন্টিনাকে নিয়ে বিতর্ক শেষ হচ্ছে না। চ্যাম্পিয়ন হয়ে উল্লাস করতে গিয়ে ফরাসি ফুটবলারদের উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছিলেন আর্জেন্টিনার কিছু ফুটবলার। সেই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইল আর্জেন্টিনা।

জানা গিয়েছে, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই ফরাসি দূতাবাসে এক সিনিয়র কর্তাকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন সেই আধিকারিক। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে উল্লাস করতে গিয়ে ভুল করে এই ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কাউকে আঘাত করার জন্য কিছু করা হয়নি। যদিও এই বিষয়ে এখ নও ফরাসি দূতাবাস কিছু জানায়নি।

কোপা জিতে আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের বাসে উল্লাস করার একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে ফরাসি ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপের উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করতে শোনা যায় এনজো ফের্নান্দেসকে। এই ঘটনার পরে ফিফার কাছে অভিযোগ করে ফ্রান্স ফুটবল সংস্থা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফিফা।

ঘটনার পরে ক্ষমা চেয়েছেন ফের্নান্দেস। কিন্তু তাঁর ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটি আলাদা করে ঘটনার তদন্ত করছে।

তার মাঝেই জানা গিয়েছে, সতীর্থদের এ ভাবে উল্লাস করতে নিষেধ করেছিলেন লিয়োনেল মেসি। রদ্রিগো দি পল জানিয়েছেন, মেসি নিজেই এ রকম করতে বারণ করেছিলেন। দি পল বলেছেন, ফাইনাল শেষ হওয়ার পরেই মেসি আমাদের কাছে এসে বলেছিল কাউকে কটাক্ষ না করতে। বরং ট্রফি জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস করতে।

কটাক্ষ না করার কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন মেসি। দি পলের কথায়, অমেসি বলেছিল, বিজয়ী দলকে সব সময় কোনও না কোনও বিতর্কের মুখে পড়তে হয়। কেউ আমাদের অন্যায় ভাবে সাহায্য করেছে কি না, আমরা কাউকে কটাক্ষ করেছি কি না, আমরা আদৌ যোগ্য দল হিসাবে জিতেছি কি না, বা দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল ইউরোপের থেকে কম শক্তিশালী কি না ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে কথা ওঠে। আমরা কখনওই এ সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন যা হচ্ছে সেগুলো আমাদের অসম্মান করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হচ্ছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**